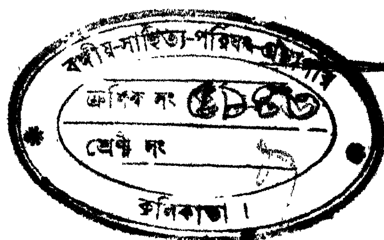
শান্তি-কণা।





১লা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯।

শ্রীফণীন্দ্র মোহন ঘোষ প্রণীত।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

Published by Gurudas Chatterjee, 201 Cornowalis Street, Calcutta.

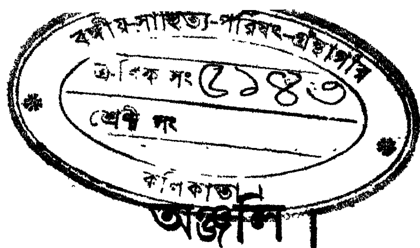
Printed by A. Goffur, at the New Britannia Press,
78, Amherst Street, Calcutta.

প্রকাশকের নিবেদন।

এই পুস্তকের অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা ইতি পূর্ব্বে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। "ভারত-প্রসঙ্গ" কবিতায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং "জাহ্নবী-সৈকতে" উহার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে কেহ কোনরূপ বিকৃতঅনুবাদ করিয়া প্রমাদ না ঘটান, সেই জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ ইংরাজী উক্তিগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অনেক চেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানির মুদ্রাঙ্কন একবারে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হয় নাই। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, যে মৃত কবিবর ৺নবীন চন্দ্র সেন মহোদয় বর্ত্তমান লেখকের আদর্শস্থানীয়। বাল্যজীবনের রেখাঙ্কিত স্মৃতি মনুষ্য জীবনের অমূল্য সহচরী। তাই তিনি ৺ নবীন বাবুকে কল্পনার চক্ষে বিশ্বময় করিয়া আঁকিয়াছেন।



অঞ্জলি।

বহুগুণান্বিত, পরমপূজ্যপাদ, মাননীয়

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কে, টি,

মহোদয় শ্রীচরণেষু—

উজলিয়া দশদিশি, বিনাশিয়া অন্ধনিশি,
প্রতিভাত তব রশ্মি—বিমল, ভাস্বর,
তব প্রীতি-পরশনে, শ্বেত শতদল-প্রাণে
বিকশিত মধুরিমা সরসী সুন্দর;
সূচিভেদ্য অন্ধকার, দৈন্য, দুঃখ, হাহাকার,
ঘুচিয়াছে তন্দ্রামগ্ন বঙ্গ হ'তে আজি,
ক্ষুদ্র আমি ঝরা-ফুলে, সাজাইব তোমা বলে,—
আনিয়াছি বড় সাধে পূর্ণ করি' সাজি।

হে মহান! আয়ুষ্মান! সূর্য্যসম দীপ্যমান!
জানি,—তুচ্ছ শূন্য আমি দুরাকাঙ্ক্ষা হত,—
কিন্তু কবে পান্থজন আসে ফিরে শ্রান্তমন,
উত্তাল তরঙ্গ হেরি অবরুদ্ধ পথ?

দীর্ঘ ব্যবধান হ'তে সৌরকর চারি ভিতে,
সমভাবে সমাচ্ছন্ন করে ভূমণ্ডল,
গ্রহ, উপগ্রহ-কথা, মরতের ব্যাকুলতা,
সমভাবে রহে গাঁথা প্রাণে অবিরল।

রুদ্ধ ছিল যেই দ্বার, স্তব্ধ গৃহ অনিবার,
মর্ম্মর সোপানোপরি পর্ব্বত-শিখরে,
মহা-শঙ্খ নিনাদিয়া, বীণা মৃদু ঝঙ্কারিয়া
আরম্ভিলে বাণী-মন্ত্র অদম্য অন্তরে,
ঝঙ্কার-ঝরণা-রঙ্গে, সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা-ভঙ্গে,
প্রতিমুক্ত শক্তিবলে মন্দির-অর্গল,
মূর্ত্তিমতী সরস্বতী স্থাপিলা তোমার কীর্ত্তি,—
অক্ষয় অমর করি' ধরিত্রী উজ্জ্বল।

করিয়াছ আজি পূর্ণ, আনন্দ-উজ্জ্বল বর্ণ,
আপনার গরিমায় দীনা বঙ্গভূমি,
কোন্ সাধনার ফলে, কোন্ আরাধনা-বলে,
মুছা'লে কালিমা-চিহ্ন জননীর তুমি?
হে বরেণ্য! চিরধন্য! ভারতের অগ্রগণ্য!
বল—কবে আশুতোষ করেছে নৈরাশ
তুচ্ছ সাধকের বাণী, বিল্বদল যেবা আনি',
দেয় পূজা-উপচার—ভকতি-উচ্ছ্বাস?

আজি হেথা পরিম্লান অস্তাচলে বিবস্বান,
মাগিছে বিদায় শেষ নীরব ভাষায়,
পক্ষীকুল সচঞ্চল, কলকণ্ঠে অবিচল,
গাহিয়া পূরবী-গীতি ফিরে চলে যায়;
বসি'—"মহানন্দা" তীরে, দেখি—হিমাচল-শিরে
মসীছায়া ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়;
কীর্ত্তি-কিরীট-দীপ্ত, মোহিয়া আমার চিত্ত,
রঞ্জিত তোমার চিত্র ভাসিয়া বেড়ায়।

এ দীন ভক্তের প্রাণে—ভক্তি-স্বর্ণ-সিংহাসনে,
বিরাজ অমিত তেজে নূতন ভূষণে,
মুগ্ধ করি' বঙ্গজনে অঙ্গ-ভরা আভরণে;
বাজে অভিষেক-বাদ্য হৃদয়-তোরণে।
তুমি আজি কি ভাস্বর! কি মহান শক্তিধর!
আপনি আপনা-ভারে পড়িছ হেলিয়া;
পরিপূর্ণ করি' ডালা, রচিয়াছি যেই মালা,
পরিবে কি কণ্ঠে দেব! আদরে তুলিয়া?

তব মূর্ত্তি বিশ্বভরা,—করিয়াছে আত্মহারা,
মনে হয় হিমালয় যেন স্বপ্নময়—
বিলম্বিত মেঘমালা, নিতম্বেতে করে খেলা,
স্কন্ধে যা'র গন্ধবহ মন্দ মন্দ বয়;

শিখরে "ধবলা" যা'র বহিছে মুকুট-ভার
ব্যোমে ভাসে রাজছত্র,—রহস্য-নিলয়,
অনন্ত রত্নের খনি ভারতের শীর্ষমণি,—
সে যে তুমি, সে যে তুমি,—আর কেহ নয়।

ইতি

আপনার চিরানুগত—

শ্রীফণীন্দ্র মোহন ঘোষ।

সিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৯।

সূচিপত্র।

শান্তি-কণা।

ফুলের মালা।

জীবন-প্রদোষে রচিয়া হরষে,
এনেছি হৃদি-রঞ্জন !
মলিনতা-হারা শান্তির ধারা,
ঝলকে ইন্দু-কিরণ।

কল্পনা-কুসুমে,— গাঁথিয়া যতনে
যে মালা এনেছি হেথা,
ভ্রমর-চরণ সহেনি কখন,
জানে না বিরহ-ব্যথা।

উদাসে অধীর মধুর সমীর
ঢলিয়া পড়েনি গায়,
সরমের কথা, মরমের ব্যথা,
নিভৃতে আঁকা তা'য়।

কুসুম তুলিতে, পড়িনু ধূলিতে,
যে জ্বালাতে জ্বলে প্রাণ,
জানি না কখন ভাঙিবে স্বপন,
হ'বে দুঃখ অবসান ?

আমি গৃহ-হারা,— গগন-কিনারা
নিবিড় সাহারা হেরি,
নাহি পাই দেখা, কোথা ক্ষীণ লেখা,
কোন্ তরু-শির ঘেরি ?

করুণ-ক্রন্দন, প্রাণের বেদন,
নাহি তুমি বুঝ যদি,
তবে কেন হায় ! ডেকেছ আমায়,
হে নিষ্ঠুর ! নিরবধি।

তোমারি আশায়, তোমারি ভাষায়,
এসেছি নবীন পথে,
ভুলে কেন তুলে, দিলে পায়ে ঠেলে,
নিঠুর নিদয় চিতে ?

পাথেয় ছিল যা', ফুরা'য়ে গেছে তা',
উছল সাগর-পারে,
কিছু নাই আর,— শূন্য চারি ধার,
বারেক চাহ গো ফিরে !

রতন-প্রয়াসে যতনে মানসে,
ডুবিনু অতল জলে,
টুটিল কমল, উঠিল গরল,
অভাগা-করম-ফলে !

সুখের আশায়, নভো নীলিমায়
চাহিনু জুড়াতে প্রাণ,
লুকা'ল দামিনী, বাজিল অশনি,
ভাঙিল হৃদয়-খান !

অতিথির বেশে অজানা-প্রদেশে
আইনু পাথেয় আশে,
যা'ব কি গো ফিরে, ব্যথিত অন্তরে,
নিরাশে নয়ন মুছে ?

সারাদিন ধরে তিতি' অশ্রুনীরে
গাঁথিয়া এনেছি মালা,
কিছু দিও মোরে ! ফিরে যা'ব ঘরে,
গগনে গিয়াছে বেলা।

আমারি কেবল অদৃষ্টের ফল—
বিফল বসুধা-ছবি !
নয়নে আমার চিন্তা-হাহাকার,
শোক-পারাবার সবি।

জগতে যাহার কেহ নাহি আর,
কেহ নাহি তারে চা'য় !
তাই কত ফুল সুরভি-আকুল,
কাননে ঝরিয়া যায়।

আপনার প্রাণে, মরিয়া মরমে,
বিলা'বে সে নিজ-প্রাণ,
এসেছে মরতে আপনি মরিতে,
চাহেনাক প্রতিদান।



সন্ধ্যায়।

অস্তমিত দিনমণি প্রতীচী-সাগরে
রাঙ্গিয়া নীলাম্বু-বক্ষ সুনীল গগন,
নিদাঘ তাপেতে তপ্ত বিশ্ব-প্রাণিগণ
লভিছে বিশ্রাম সবে বিশ্রাম-মন্দিরে ;
বহি'ছে মৃদুল বায়ু চুম্বি' ধরাতল
নাচিছে সরসী-জলে ঘুমন্ত কমল,—

পরিশ্রান্ত, অবসন্ন ক্ষুদ্র তনু ল'য়ে
রৌদ্রতাপে সারাদিন খেলিতে খেলিতে,
কাতরা হইয়া বালা সবিষণ্ণ চিতে
খেলা ধূলা সাঙ্গ করি' যেন গেছে গেহে,
শীতল হিল্লোল আসি' কল্লোলের সনে,
জাগায় অঞ্চল ধরি' প্রিয় সম্ভাষণে।

উড়িয়া গিয়াছে পাখী কাননের কোলে
নীরব নিরাশ চিতে নিকুঞ্জ-নিলয়ে,
পশিল আপন শালে ধেনু বৎস ল'য়ে,
বাজিল মঙ্গল-গীতি শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে,

ফুটিল সহস্র ফুল পৃথিবী উপরে,
ভাতিল অসংখ্য তারা সুদূর অম্বরে।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস স্বরে কে যেন সুদূরে
গাহিছে মরম-ভেদী করুণ ভাষায়!
ছুটিছে কল্লোল সনে উন্মত্তের প্রায়
কোমল করুণ ধ্বনি মসীময় তীরে;
দিবার প্রখর তাপে তাপিত পরাণ
চলিলাম নদীতীরে লভিতে বিশ্রাম।

তটিনী অশান্ত বক্ষে ছুটিছে তরণী—
সসীম হৃদয় যথা অসীমের পথে
জীর্ণদেহে চলিয়াছে অবসন্ন চিতে
কর্ম্মফল করি' তা'র সঙ্গের সঙ্গিনী,
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি রহি'ছে পড়িয়া
স্বপ্ন-সম স্পন্দহীন জীবনে মিশিয়া।

লক্ষ্য শূন্য লক্ষ আশা জাগে ধীরে ধীরে
হৃদয়ের অন্তস্থলে নীরব সন্ধ্যায়,
জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্র অন্ধকার প্রায়
মিশিয়াছে হেরিতেছি ভবিষ্য-তিমিরে;
নৈরাশ্যের ছবি যেন পূর্ণ হাহাকারে
রহে'ছে অঙ্কিত মোর ললাট উপরে।

সুখের শৈশব কাল—সুখের স্বপন—
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া কোন অতীতের কোলে,
সেই সনে ক্ষীণ আশা দূর অন্তরালে
রাখিয়া গিয়াছে মোরে করি' অচেতন ;
কে জানে সংসার শুধু নিরাশার খেলা
কাঁদিয়া কাটা'ব শেষ জীবনের বেলা !

চিন্তা-কালভুজঙ্গিনী দংশেনি তখন,
না ছিল নিরাশা-লেশ না ছিল ভাবনা,
না ছিল হৃদয়-রুদ্ধ মরম বেদনা,
জানিনি চিনিনি, হায় সংসার কেমন !
প্রমত্ত জীবন-পারে এখন একেলা
গণিতেছি সংসারের ক্ষুব্ধ বীচি-মালা।

নৈরাশ্যের অন্ধকার করি' দূরীভূত
উঠিছে একটী জ্যোতিঃ—দূরে—অতি ধীরে,
ক্ষীণ দীপ্তি-রেখা মাখি' সুশুভ্র শরীরে,
আচ্ছন্ন জলদ-জালে চন্দ্রকলা মত !
মাতৃকোষে হায় ! মোর পূর্ণ রত্ন রাজি
কি তাপে ভিক্ষুক, দেবি, সাজি আমি আজি ?

মাতঃ বঙ্গভাষা ! আমি অক্ষম দুর্ব্বল,
রাখিও চরণ দুটী মানস-কমলে,

নহে কি জননী-স্নেহ অধিক দুর্ব্বলে ?—
সমল সলিলে শোভে শ্বেত শতদল।
দীন হীন জন পশে মাতৃদত্ত বরে
অতি তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি অগম্য মন্দিরে।



বসন্তের কোকিল।

(১)

প্রবাস-আবাসে বসি' বিদেশী পাখি !
উদাসে নিকুঞ্জে কেন উঠিছ ডাকি' ?
আসিয়াছ কোথা হ'তে
অশ্রুরাশি ল'য়ে সাথে,
কা'রে তুমি মজাইতে
উঠিলে ডাকি' ?
প্রবাস আবাসে বসি', বিদেশী পাখি।

(২)

নিরালা রসাল মাঝে রাখিয়া তনু,
দেখি' দূর সাগরেতে ডুবিছে ভানু,
তাই বুঝি "কুহু" রোলে
হৃদয়-কবাট খুলে
'কই—কোথা—কি' বলে
উঠিলে ডাকি !
বসন্ত-অঞ্চল ধরি' চঞ্চল পাখি।

(৩)

তুমি পৃথিবীর, নহ ব্যোম-বিহারী,—
সংসারের শূন্য খেলা হৃদয় ভরি' ;
কাঁদে যবে বিরহিণী,
শূন্য ঘরে একাকিনী,
"কুহু-কি" ধ্বনি শুনি'
উঠে গুমরি,
আরে রে নিষ্ঠুর তুই নিকুঞ্জ-চারী।

(৪)

স্বার্থভরা অর্থহীন হৃদয় ল'য়ে
কোন দেশে যাও চলে না দেখ চেয়ে ?
যখন আকাশ ভরা
ঘন বরষার ঝারা,
বিষাদে বসুন্ধরা
কাঁদে হৃদয়ে,
কোন দেশে স্বার্থ-বশে যাও চলিয়ে ?

(৫)

নিদাঘে শুষ্ক প্রাণে সূর্য্য-কিরণে
যবে রহে তরুরাজি নত বয়ানে,
কিম্বা শীতলতা যবে
ধরণী ছায়িয়া যা'বে.

ফিরিয়া আসি'ছ কবে
"কুহু" বলিয়ে ?
কোন দেশে স্বার্থ-বশে যাও চলিয়ে ?

(৬)

মুঞ্জিল কুঞ্জবনে বাসন্তী-সখী,
গুঞ্জিল গুঞ্জরিণী, কূজিল পাখী,
ঋতুরাজ আনে ডালা,
তাই তুমি সারাবেলা,
বায়ু-কোলে কর খেলা
অঞ্চল ধরি',
চঞ্চল স্বার্থের খেলা হৃদয় ভরি' !

(৭)

গ্রাম্য-সুন্দরী যবে খুলি' কবরী
ফিরে চলে শূন্য ঘরে ভরি' গাগরী,
পট্টবাস জল ভরা,
চিত্তহারি মল পরা,
"কুহু" বলে ছল করা
তবে তোমারি ;
এত ছলা-কলা আছে হৃদয় ভরি' !

(৮)

রাখিয়া শ্যামল কায়া কেন লুকা'য়ে,
বিরহিণী প্রাণটুকু কেন লইয়ে,
ব্যাকুল আকুল তানে
মজা'য়ে উদাসী-প্রাণে
খেলা কর কুঞ্জবনে
"কুহু" বলিয়ে ?
কোন দেশে যাও শেষে না দেখ চেয়ে ?

(৯)

কোমলে-কঠিন কাল দুরন্ত পাখী,
নহে কার একমাত্র বাসন্তী-সাথী ;
বাপী তটে ছোট বেলা,
সাঙ্গ করি' ধূলা খেলা,
যেতাম অশ্বত্থ-তলা
"কুহু" শুনিয়ে,
ক্ষুদ্র গৃহে ফিরিতাম না দেখি' চেয়ে।

(১০)

রচিতাম তৃণ-শয্যা মনে ভাবিয়ে
'কুহু কি' দেখিব আজি কোথা লুকা'য়ে !
চাহিতাম ক্ষুণ্ণ মনে
চতুর্দ্দিকে শূন্য প্রাণে

কাঁদিতাম কুঞ্জ-বনে
হৃদয় ভরি',
"কুহু" তবে কোথা হ'তে উঠে মুখরি!

(১১)

ভরা ক্ষেত, মরা নদী, আমি একেলা!
হেলে দুলে বায়ু-কোলে করিত খেলা;
যৌবনে অবশ আঁখি
ভরা ক্ষেতে চেয়ে থাকি,
কেন রে উঠিতে ডাকি'
বকুল তলা?
ভরা ক্ষেতে মরা নদী আমি একেলা!

(১২)

হৃদয় ভরিত ওই উদাসী গানে,
দুঃখ ভরা স্বপ্ন-ছবি জাগিত প্রাণে,—
সে যে এই ভরা ক্ষেতে
হাসি রাশি ল'য়ে সাথে
ঢালিত অমিয় চিতে
বিকাল বেলা,
ভরা ক্ষেতে মরা নদী আমি একেলা!

(১৩)

কোন দেশে গেছে সে যে মুছিয়া রেখা!
এ জীবনে আর কি গো, হ'বে না দেখা?
সেই দেখা শেষ দেখা!
নয়ন আষাঢ়ে ঢাকা!
—ভস্ম মাখা দৃশ্য আঁকা
জীবন-বেলা!
ভরা ক্ষেতে মরা নদী আমি একেলা!

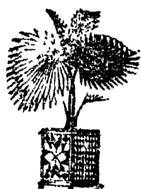
(১৪)

প্রবাস আবাসে বসি', বিদেশী পাখি,
উদাসে নিকুঞ্জে কেন উঠিছ ডাকি'?
আসিয়াছ কোথা হ'তে
অশ্রুরাশি ল'য়ে সাথে,
কা'রে তুমি মজাইতে
উঠিলে ডাকি'?
বসন্ত-অঞ্চল ধরি' চঞ্চল পাখি।

(১৫)

জীবনের প্রান্ত দেশে বার্দ্ধক্যে আজি
শুনি আজো সেই ধ্বনি বন বিরাজি';

ওরে পাখি! "কুহু" ভুলে
প্রাণ ভরে "তুঁহু" বলে
কেঁদে কেঁদে ভূমিতলে
পড় রে লুটে,
ব'য়ে যা'ক মন্দাকিনী মর-জগতে।



হিন্দু বিবাহ।

এক বৃন্তে এক মন্ত্রে—অটুট বাঁধনে,
একটী প্রেমের হারে,
একটী মোহন ডোরে,
সুখে দুখে দুটী রহে জীবনে মরণে।

পুণ্য পবিত্রতা মাখি' কোমল পরাণে,
পূর্ণিমার পূর্ণ রাতে
চকোরী অধীরা চিতে,
চুপি চুপি ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া গগনে

সরমে শিহরি কহে হৃদয়ের তলে
আঁখির মিলনে যথা
গভীর মরম-ব্যথা,
পরাণের ভালবাসা শশাঙ্কের কোলে,—

দুটী চিত্ত রহে নিত্য আমরণ প্রেমে
সেইরূপ বাঁধা প্রাণে
দুঃখ-সুখ-বিস্মরণে
দুটী শূন্য প্রাণ-তন্ত্রী পূর্ণ এক তানে।

অমানিশা অন্ধকারে শ্রান্ত কমলিনী
বিষাদে শিহরি প্রাণে
রহে অবগুন্ঠনে
স্নেহ-হীন আলিঙ্গনে সারাটী যামিনী,

প্রেম-অনুরাগ মাখি' দূর চক্রবালে
জাগ্রত আঁখির পাশে,
রবি মৃদু প্রেম-আশে
যবে চুম্বে সযতনে খুলিয়া অঞ্চলে,—

দু'জনায় রহে নিত্য সুমহান প্রেমে
সেইরূপ বাঁধা প্রাণে
দুঃখ-সুখ বিস্মরণে
জীবনে মরণে পূর্ণ সেই এক তানে।

অজ্ঞাত শিখর হ'তে বারি রাশি ল'য়ে
শিখরিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে
মধুর মিলন-আশে
অতৃপ্ত বাসনা ল'য়ে প্রেমের নিলয়ে

স্বচ্ছ সরলতা মাখি' অমরা-সৌরভে
কত গিরি, কত বন,
জন শূন্য উপবন,
আসে নেমে প্রাণ-পণে অতুল গৌরবে,

স্বপ্নরাজ্য ভেদ করি' প্রেমের তুফানে
হৃদয়-বন্ধন গুলি
দি'য়া সব জলাঞ্জলি
"প্রয়াগের" মহাতীর্থ রহস্য-মিলনে,—

দু'জনায় রহে নিত্য সুমহান প্রেমে
সেইরূপ বাঁধা প্রাণে,
দুঃখ-সুখ-বিস্মরণে,
জীবনে মরণে পূর্ণ সেই একতানে।

জীবনের "সম্প্রদান" ত্রিদিব বারতা—
দুটী প্রাণ যথা হ'তে
ধায় কর্ত্তব্যের পথে
নির্ঘোষে অনন্ত-ব্যোমে মাখি' ব্যাকুলতা ;

প্রেম পূর্ণ ভালবাসা হৃদয় ভরিয়া,
রহে দু'টী এক সাথে
সংসার বিজন পথে
দয়া-ধর্ম্ম মহাশক্তি পরাণে বাঁধিয়া।

নিশার স্বপন-সম রবে না জীবন!—
পদ্ম পত্রে স্বচ্ছ নীর
নহে কভু চির-স্থির,
আঁখির পলকে হায় বিভিন্ন কেমন!

দু'জনায় রহে বাঁধা সুমহান প্রেমে,
ওই ধ্রুব-সত্য জ্ঞানে
* দুঃখ-সুখ-বিস্মরণে,—
ধরমে করমে সদা জীবনে মরণে।

† পতি-পত্নী ভারতের অপূর্ব্ব মিলন—
বাঁধা রহে হাতে হাতে,
বাঁধা রহে এক সাথে,
জ্বলন্ত পাবক সাক্ষি দেব নারায়ণ॥

দুটী প্রাণ "একময়" মহা পুণ্য-স্রোতে
এক ধর্ম্ম, এক জ্ঞান,
এক তপ, এক ধ্যান,
‡ এক ধর্ম্ম-আচরণ জীবন-প্রপাতে।

---

* সুখিতে সুখিতা পত্যৌ দুঃখিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা নারী সা বিজ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

† "অগ্নিসাক্ষিকং পাণিগৃহীতোহস্যাঃ"।
এই জন্যই 'পত্নী' বা পাণিগৃহীতী কহে।

পাশ্চাত্য জগতের কাল্পনিক চিত্র :—

We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh ! wherefore two ?
* * * * * * * * * One life, One death
One heaven, One hell, One immortality ;
And one annihilation.........Shelly.

‡ এই কারণে পত্নীকে 'সহধর্ম্মিণী' কহে।

অপূর্ণ হৃদয় দু'টী পূর্ণ এক তানে
আধ—শৌর্য্য, বীর্য্য, যুক্তি,
আধ—শক্তি, ভক্তি, মুক্তি,
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহা একতা-বন্ধনে। *

দুর্ব্বল মানব-হিয়া দম্পতি-ডোরে
রবি-শশী সম দুটী
রহে আকাশেতে ফুটি,'
নন্দন-তারকা রহে অঞ্চল ধরে। †

* * * * * *

অনাদি কালের স্রোত—চির পুরাতন,
মিলন-মুদিত চোখে,
বাহু-পাশে নত মুখে,
দু'টীতে র'য়েছে বাঁধা ভারতে কেমন?—

---

* এই জন্য "অর্দ্ধাঙ্গিণী" বলে। ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, বিবাহের পর আবার এক হয়। পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত "ভারত মহিলা" গ্রন্থ দেখ।

† আত্মা বৈ জায়তে যস্মাৎ তস্মাজ্জায়েতি তাং বিদুরিতিভারতে। এই জন্যই স্ত্রীকে "জায়া" কহে।

ঊষা ।

আমি কেন তারে ওগো, নিতি নিতি
প্রাণে এত ভালবাসি ?
সোহাগ সরমে জীবনে মরণে
মর্ম্মে হেরি রূপ-রাশি !

এই আসি বলে সে যেন চলিয়ে
গেছে কোন দূর দেশে,
তারে পা'ব বলে গগনের কোলে
চেয়ে আছি অনিমেষে ।

প্রভাতে প্রথম নয়নে নয়নে
হেরিয়াছি রূপ তার,
তাহার বিভায় নিখিল ভূতল
উথলে অমৃত-ধার ।

সেরূপ মাধুরী অধীর বিহগ
মাখিয়া বিভোর গানে,
সে রূপ দেখিয়া সুপ্ত জগৎ
চেয়ে রয় তারি পানে ।

আর কি সে ফিরে হাসিতে হাসিতে
আসিবে না কভু কাছেতে ?
শেফালিকা-তলে ছিন্ন মালা গলে
ঢালিবে না ফুল ভূমিতে ?

পরিমল মাখি', দ্যুলোক-বাসিনি,
এস গো কুঞ্জ কুটীরে,
ঐ নির্ম্মল জ্যোতি রাখ গো মেলিয়া
জগত মুগ্ধ শরীরে।

বকুলের তলে হেরি ফুল-কুল
তব দুকূল ভরিয়া,
তোমার গরিমা আকুল অকূলে
নিভৃতে উঠে জাগিয়া।

তুমি ভালবাস নিতি কাছে আস
নিশি যবে ফিরে যায়,
প্রভাতের তারা হ'য়ে যবে হারা
তোমাতে লুকা'তে চায় ;

আধ ভাঙা প্রাণে কেন গো গোপনে
ঢাল না অমিয় রাশি ?
শুভ্র বাঁসনা মলিন হৃদয়ে
কেনমা উঠে গো ভাসি' ?

বকুলের তলে আশা-পথ চেয়ে
ছায়া-সম আছি বসে,
সাথে ল'য়ে এস, গোলাপ, চামেলী,
আমার ভবন-পাশে।

আসিয়া চকিতে যাইলে কোথায়
আঁধার করিয়া হৃদি ?
তোমার সুন্দর মোহন মূরতি
ধরি আমি নিরবধি।

দরিদ্রের বল, নিরাশার আশা,
তুমি আঁধারের আলো ;
সরমে জড়িত রক্তিম অধরে
একি খেলা তুমি খেল ?

রবি, শশী, তারা, কিবা খেলা করে
সুনীল গগন-ভালে,
নিখিল জগৎ বিশ্ব-চরাচর,
বিভোর আপনা ভুলে !

মনুষ্য-জীবন হাসি-কান্নাময়
একি শূন্যময় খেলা !
খেলনা ফেলিয়া খেলা সাঙ্গ হ'লে
যায় কোথা হ'লে বেলা ?

কি খেলা খেলিতে আসিয়া হেথায়
কেটে গেল সারা বেলা!
অযতনে ক্ষীণ সুরভি বিহীন
চরণে দলিত মালা!

ওয়ি সুখময়ি, হেরিলে তোমায়
উঠে মন প্রাণ ভরি',
নবীন আলোকে পুলকে বসিয়া
বিরাট স্বরূপে হেরি।

তাই যে তোমারে, ওগো নিতি নিতি
এত প্রাণে ভালবাসি,
সোহাগ সরমে জীবনে মরণে
মর্ম্মে হেরি রূপ-রাশি।

রবির প্রভায় ক্ষুদ্র-কায়া টুকু
রাখিলে লুকা'য়ে কোথা?
ভূতলে পড়িয়া ডাকিতেছি তোমা'
এস গো ফিরিয়া হেথা।

গেছ যদি চলে ল'য়ে যাও তুলে
স্মৃতির মোহন ফাঁশি,
তুমি কি জাননা কেন নিতি নিতি
বকুলের তলে আসি?

তোমার আলোকে লভেছি জনম
তোমাতে হইব লীন,
তোমার মহিমা—অনন্ত গরিমা
গাহি হ'ক তনু ক্ষীণ।

———

ফিরা'ব কেমনে ?

কেন আস নিতি
ছায়া সম কাছে
সোনার কাঁকণ পরিয়া ?
কেন ও নূপুর
রিনিকি ঝিনিকি
চরণে উঠিছে বাজিয়া ?

ঘন কেশ-রাশি
এলা'য়ে পড়েছে
যাইছে পবনে উড়িয়া ?

অলস বেদনা
উদাস চাহনি
তরুণ জীবন ভরিয়া ?

মাধুরী মদিরা
যৌবনে ভরা
হৃদয় বসনে ঢাকিয়া,
কেন ব্যাকুলতা
উছলিয়া আজি
নিভৃতে উঠে জাগিয়া ?

দুর্ব্বল মন
নির্ব্বাণ-হীন
অঙ্গার প্রায় জ্বলিছে,
কম্পিত তনু
শঙ্কিত আঁখি
ইঙ্গিতে কেন ডাকিছে ?

চন্দ্র-আননে
দুঃখ আঁধার
দীর্ঘ-ছায়া কেন আঁকিছে ?
নির্ভর-হারা
দুঃসহ বারি
উৎসাহে কেন ঝরিছে ?

কেন মৌনী হ'য়ে
মধু-যামিনীতে
এলে নীলাম্বরী পরিয়া ?
দীর্ণ হৃদয়ে
জীর্ণ বাসনা
বিশ্ব-বন্ধন টুটিয়া ?
বচন-অতীত
বিষাদ-রাগিনী
উঠিছে সঘনে বাজিয়া ?
কনক-মেখলা
কেন আলিঙ্গনে
কটিতে রয়েছে বেড়িয়া ?

সুবর্ণের দুল
দুলিয়া দুলিয়া
যেতেছে গণ্ডে চুমিয়া,
কেন রুদ্ধশ্বাস
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে
উঠিছে সহসা ভরিয়া ?

ওগো বিলাসিনি !
চিরুণী কুন্তলে
আজিকে কেন গো চাহিয়া

লুকা'য়ে লুকা'য়ে
কহিছে—"তুমি কি
ভালবাসা গেলে ভুলিয়া ?"

যার আশে তুমি
আস নিতি নিতি
আমি কোথা পা'ব বল না ?
যা' ছিল আমার
দি'য়াছি বিলা'য়ে
ফিরে আর কভু পা'ব না।

মিছে আশা তব,
শুধু আসা সার,
তা'ও বুঝি তুমি বুঝ না ?
ম্লান মুখে এসে
নয়নের কোণে
কেন প্রাণে দাও বেদনা ?

আমার কামনা,
সকল বাসনা,
দি'য়াছি তাহারে সঁপিঁয়া,
একবার দান
করিয়াছি প্রাণ
আর কোথা পা'ব খুঁজিয়া ?

বাসর রাণী।

কেন এলে পথ ভুলে ব্যথিত পরাণে,
ওগো চির-সাথি মোর ?
কেন ছল ছল তব তন্দ্রাতুর আঁখি,
মাখান নয়নে লোর ?
স্বপনের মত দাঁড়ায়ে শিয়রে,
যেতে চাও ফিরে কেন অন্তপুরে ?
কিসের বেদনা-ভারে অবনত আজি
তব ক্ষুদ্র তনু খানি ?
এস এস আজি মোর হৃদয়-মাঝারে,
ওগো চির-অভিমানি !

সুহাসিনি ! মুখ-শশী কেন হেরি ম্লান
মুক্ত গগন-মাঝে ?
কেন গো অধীরা তুমি—হাসিতে আসিয়া
আজি অভিসার-সাঝে ?
তোমার রঞ্জিত নধর অধর
মধুরে কুঞ্চিত কেন গো অধীর ?

কেন আজি হেরি তব অঞ্চলে ঢাকা
সেই চঞ্চল চাহনি ?
এস এস ম্লান-মুখি, পরাণ মাঝারে
মম বাসরের রাণি !

লাবণ্য মাখিয়া তুমি কোথা হ'তে এলে
হৃদয় উচ্ছ্বাস ভরে ?—
বাঁশরী ব্যাকুল স্বর যেন এ নিশীথে
পরাণ আকুল করে ;
উড়িছে পবণে আলুল কুন্তল,
স্বচ্ছ কুহেলি ঢাকা অঞ্চল,
আজি ভরিছে স্বপনে চিত্ত-গগণে
তোমার চিত্রখানি,
তাই এস অভিমানে, বিচিত্রময়ি,
নিত্য জীবন-সঙ্গিনি !

নিথর বিষাদ-গান কেন আজ গাহ
আমার পালঙ্ক পাশে ?
সুবঙ্গিম রেখা আঁকি' কুঞ্চিত কপোলে
কেন এলে উষ্ণ-শ্বাসে ?
রয়েছে অঙ্কিত মধুর নয়ানে
প্রীতি-প্রেম-ব্যথা উদাস পরাণে,
জল ভরা আঁখি দুটী—শীকর মাখিয়া
যেন সর-সুশোভিনী,

আজি এস এস বঁধু, দেখা যদি দিলে
সাজাই বাসর রাণী।

তুমি যা'বে কোথা আজি নিরদয় মনে
দলিয়া কুসুম-বনে ?
নাহি ভালবাসা যদি দিবে জেনেছিলে
কেন এলে গো শয়নে ?
বারেক অধরে সুধা বরষিয়ে
পুষ্পিত হৃদি রাখ এ হৃদয়ে,
বঁধু, ফুলের আসরে, তোমার বাসরে
উছলিবে মুখ-খানি,
ওগো, এই রাতি মাঝে এস চির-সাথি—
আমার বাসর রাণী।



বাঁশী বাজিছে।

কেন গো বাজায় বাঁশী অমন করে ?
লাজ, শীল, মান ল'য়ে কত সব ভয়ে ভয়ে ?
রহিতে নারি যে আর বসিয়া ঘরে !

হায় রে কোমল বাঁশী কি গুন জানে !
কেন গো অমন করে— আমারে উদাসী করে
বাজায় বাঁশরী সে যে বিজন-বনে ?

ল'য়ে যারে বাঁশি, আর যা' আছে বাকি !
হৃদয়-যমুনা-জল করে আজ ছল ছল
জীবন-যৌবন আমি কেমনে রাখি ?

যা' ছিল আমার ওগো, দি'য়ে ফেলেছি,
তবুও নিঠুর মনে বাজে বাঁশী দূর বনে,
কি আর রেখেছে প্রাণে—কত সয়েছি !

চল সবে ছুটে যাই, কি কর ঘরে ?
কে আজ শুনিবে গান ? কে চাহ জুড়া'তে প্রাণ ?
ঐ যে বাজিছে বাঁশী সাগর-পারে।

দুটী ভাই বোন।

সান্ধ্য-সমীরে ভাগীরথী-তীরে
দেখেছিনু পড়ে মনে,
ভাই বোন দুটী যেন ফুল ফুটি'
বাঁধা রহে এক প্রাণে।

মলয়-বাতাস মাখিয়া সুবাস
ধীরে ধীরে বয়ে যায়,
হুতাশ চিত্ত করিছে নৃত্য
সলিল-সিক্ত বায়।

ঘাটে সারি সারি ছোট ছোট তরি
বাঁধা রয় সব কূলে,
শান্ত সলিলে স্নিগ্ধ অনিলে
মন্দ মধুর দোলে।

মঞ্জুল বনে পাপিয়ার তানে
উঠিছে হৃদয় ভরি'
সমীর-পরশে যাইতেছে খসে
শিথিল কুসুম পড়ি'।

দুটী ভাই বোন সুপ্রসন্ন মন
খেলা করে বসি' ঘাটে,
চঞ্চল জল করে ছল ছল,
চুমিয়া শ্যামল তটে।

"কে গো তোরা দু'টি ? ঘাটে রহ ফুটি'
শান্ত বালক-বালিকা !
কেন রচি' হাতে আনিয়াছ সাথে
শষ্প কুসুম-মালিকা ?

"দিতেছ হাসিয়ে জলেতে ভাসা'য়ে
বকুল-ফুলের মালা ?
খেলিতেছ বসে জনশূন্য দেশে
আজি এ সাঁজের বেলা ?

"কোথা তব পিতা ? কোথা তব মাতা ?
এস এস কাছে এস,
ক'ব দুটো কথা, এস দেখি হেথা,—
তরুতলে এসে বস।"

শুনিয়া শিহরি বিস্ময়ে ভরি'
কহিলা বালিকা মোরে,
"কে তুমি এখানে ? যাইব কেমনে
আমাদের ওই ঘরে ?

"আয়, দাদা, আয়, কি হ'বে হেথায়
বসিয়া খেলিলে আর ?
দেখ কোথা হ'তে আসিয়া এ পথে
রেখেছে রুধিয়া দ্বার ?"

মালা-গাছি তবে ফেলিয়া নীরবে
কৃষ্ণ-উজ্জল জলে,
দেখিলাম উভে নিরানন্দ ভাবে
উঠিল যাইতে চলে।

কচি কচি মুখ—নব নব সুখ
দেখিয়া নাচিল চিত্ত,
বুঝিলাম যেন, রবি-শশী সম
দুটী বাঁধা প্রাণে নিত্য ;—

একের আলোতে—একের সুখেতে
দুইটী একটী বাঁধা ;
তখন বালিকা গণি' বিভীষিকা
আবার ডাকিল 'দাদা'।

দুই জনে যবে আসিল নীরবে
বলিলাম—'দেখ এই
ছোট মালাগাছি আজি আনিয়াছি',
বালিকা বলিল 'কই' ?

তাহার গলেতে মালাগাছি দিতে
পড়িল মাটিতে খসি',
তুলিয়া মালিকা পরিল বালিকা
ফুটিয়া উঠিল হাসি।

"এই মালাগাছি, দাদা পরিয়াছি
কত ভাল দেখ দেখি!"
সে কথা শুনিয়া গেল সে চলিয়া
বিষাদে ভরিয়া আঁখি।

কোলে করে তারে, চুমিয়া আদরে
কহিলাম 'কেবা আছে?'
"করিবারে কাজ মা যে গেছে আজ,
বাবা মোর মরে গেছে!"

শুনিয়া সে কথা নত করি' মাথা
চাহিনু বালিকা পানে,
কুসুম-মালিকা পরিয়া বালিকা
বিভোর আপন প্রাণে।

বুঝিলাম সব, কিবা আর কব!—
অনাথা পিতৃহীনা,
দুখিনী জননী-নয়নের মণি,
দুইটী সুধার কণা।

কহিল সে মোরে "আমাদের ঘরে
এসনা—এইত কাছে" ;
"আজ নয় বলি' আসিলাম চলি,"
নীরবে নয়ন মুছে।

দুটী ভাই-বোন—অপার্থিব ধন—
এমন দেখিনি চক্ষে,
সেই দিন-শেষে দেখেছিনু বসে
গঙ্গা-উজ্জ্বল বক্ষে।

বহুদিন পরে দেখেছিনু তারে
ঘাটের উপরে বসি'
সান্ধ্য-গগনে শূন্য পরাণে,
নাহিক বয়ানে হাসি।

সহসা দেখিয়া কহিল আসিয়া—
"দাদা গেছে কোন দেশে ?
আমি সারা-বেলা কেমনে একেলা
রহিব ঘাটেতে বসে ?

"মা যে রোজ বলে এই সন্ধ্যাকালে
দাদা আসিবে যে ঘরে,
দাদা বলে ডাকি, কোথা বল দেখি ?
কেন আসে না সে ফিরে ?

"বলিলে গো, মাকে জল দেখি চোখে
কাঁদে পড়ি' ভূমিতলে,—
'কোথা বাবা জ্ঞান, কেন অন্তর্দ্ধান
দুখিনী মায়েরে ফেলে ?'

"একেলা বসিয়ে রোজ থাকি চেয়ে
ভাবি বুঝি দাদা আসে,
খেলা ধূলা ফেলে কোথা গেল চলে ?
কত দিন র'ব বসে ?"

বালিকার কথা মাখা সরলতা
শুনিয়া শিহরি প্রাণে,
বুঝিলাম সব হইনু নীরব
কাঁদিনু ব্যথিত মনে।

জীবন-জীবন অঞ্চল-ধন
একটী গিয়াছে খসি',
দুখিনী জননী হারাইয়া মণি
কুটীরে কাঁদিছে বসি'।

তাই ছোট বোন বিষাদিত মন
ম্লান মুখে বসি' ঘাটে,
দাদা গেলে কোথা ? এস আজ হেথা,
ডাকিতেছে অকপটে।

"কেন চুপ করে যাইতেছ সরে ?
দাদাকে দাও না এনে !
কেন শুধু এলে, কোথা যা'বে ফেলে
কঠিন নিদয় মনে ?"

"আজ যেই দেশে দাদা তব পশে
অজানা অনন্ত পথে,
ফিরে নাহি আসে, পান্থ এই বাসে
কভু সে প্রান্ত হ'তে।"

"তবে কি গো ফিরে ভাগীরথী তীরে
আসিবে না ?—যায় বেলা !
ওই বুঝি আসে, দেখ জলে ভাসে
কেমন একটী মালা !"

আদর করিয়া তাহারে তুলিয়া
রাখিলাম বুকে ধরে,
কহিলাম তারে 'যাও আজি ঘরে
জননী ডাকিছে তোরে।'

দাদার তরেতে ব্যথিত মনেতে
চলিল সে শূন্যধাম;
আদর করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া
কহি "মাগো কিবা নাম ?"

কাঁদ কাঁদ মুখে মাথা রাখি' বুকে
কহিলা করুণ ভাষে,
"ভক্তি বলি' মোরে ডাকে মা আদরে,
জ্ঞান আজ কোন দেশে ?"

শুনিয়া সে বাণী যোড় করি' পাণি
যাইনু ধূলায় পড়ে,
বুঝিলাম কথা বালিকার ব্যথা
সেই ভাগীরথী-তীরে !

ফিরিয়া চাহিনু বালিকা দেখিনু
যাইছে দূরেতে চলি,'
সেই সন্ধ্যাকালে, বন-অন্তরালে,
কোথা দাদা দাদা বলি'।

আয়, মাগো আয়, মলিন হিয়ায়
জুড়াই তাপিত প্রাণ,
তোরে বুকে পেলে সব যাই ভুলে
এমনি মধুর নাম।

শিশুর আধ্যাত্মিকতা।

জোছনা-লহর মাখিয়া পরাণে
কোথা হ'তে তুমি এসেছ ?
কোথাকার আলো এনেছ এখানে,
কোথাকার খেলা খেলিছ ?
দেখিলে তোমারে ভুলি যে বিশ্ব,
উথলে জীবন-কুঞ্জে হর্ষ,
ভূতলে যেন গো নবীন বর্ষ
অরুণের সাথে এনেছ ;—

যেন শান্ত, শীতল, স্বচ্ছ উৎস
বহিয়া এসেছে মরতে,
মৃদুল বাতাসে চলে বাঁকা পথে
বিটপী শ্যামল ছায়াতে,
কল কল কল উছলিয়া জল,
চলিছে সদাই চিত চঞ্চল,
আলোক-পরশে ভয়-বিহ্বল
কাঁদিছে নীরব ভাষাতে।

এত মাখামাখি’, ভালবাসা বাসি—
কোথা হ’তে তুমি আনিলে ?
নন্দন-বন-গন্ধ মাখিয়া
কেমনে আসিলে ভূতলে ?
প্রেমের পশরা শিরেতে লইয়া
অভিনব প্রেম রসেতে রসিয়া
গগনের শশী বুঝি বা খসিয়া
পড়িল শ্যামল অচলে !

যেথায় মধুর ওই আধ স্বর
বাজিয়া নাহিক উঠে,
করুণ কোমল হাসির লহর
যেথায় নাহিক ছুটে,
শ্মশান-সমান তথা হাহাকার,
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ আঁধার—
সকলি শূন্য, সকলি অসার,
যেন অঙ্কিত মরু পটে !

তুমি নিশাশেষে উষার আলোক,
আশার করুণ রাগিনী
তোমা তরে দেয় কুসুম সাজা’য়ে
ব্যাকুলে বিপুল ধরণী ;

তুমি আধ-আলো, তুমি আধ-ছায়া—
চেতনা-সাগরে গরীয়সী মায়া,—
সসীমে অসীমে তব ক্ষুদ্র কায়া
যেন অঙ্কিত ছবিখানি।

হে সুন্দর! শান্ত, প্রেম-প্রতিমা,
মণ্ডিত জ্যোতি নিকরে;
নাহি পৃথিবীর ভীষণ দৃশ্য
কোমল হিয়ার মাঝারে;
এনেছ সুদূর ত্রিদিব-বারতা,
এনেছ ধরিয়া পূর্ণ সরলতা,
হৃদয়ে বাঁধিয়া কঠিন মমতা
নিরানন্দময় ঘরে।

ঊষার প্রথম নীহার-কণিকা
শ্যাম দূর্ব্বাদল উপরে,
ক্ষুদ্র বিন্দুধরে—মহাসিন্ধু সম
সৌর-কর-জাল আদরে,
তোমার স্নিগ্ধ হৃদয় মাঝে
কি গভীর প্রেম-শান্তি বিরাজে!
জগতের চিরমোহ-সৌন্দর্য্যে
ঐ নূতনতা রহে ঘিরে।

এ ঢল ঢল আঁকা শুভ্র প্রতিমা—
বসন্তের ভরা-তৃপ্তি,
এ কল কল কল বর্ষা-সলিল,
নিদাঘ-রুদ্ধ স্ফূর্ত্তি,
এ যে হেমন্তের ক্ষেত ভরা-ভরা,
এ যে শরতের শ্বেত বসুন্ধরা,
এ যে অনন্তের সান্ত-সাকারা,
সুনির্ম্মল প্রেম-মূর্ত্তি।

ঐ শান্ত প্রতিমা যদি নাহি কর
আরতি হৃদয়ে বসিয়া,
অব্যক্ত, অনন্ত, অচিন্তনীয়ে
কেমনে দেখিবে ব্যাপিয়া ?
শুধু ছায়াময় নহে গো বিশ্ব,
নহে ত জগত মলিন নিস্ব,
ভিতরে দেখরে ! জীবন-সর্ব্বস্ব
র'য়েছে ভুবন ভরিয়া।

তুমি মানবের জীবন-সলিলে
সুনির্ম্মল প্রস্রবণ,
তুমি মানবের জীবন-প্রভাতে
উষার কনক বরণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ রাখে লুকাইয়া
দীর্ঘ তরুবর অভিনব কায়া ;
তারা আসে নিত্য ঘুরিয়া ফিরিয়া,
নিয়ম-নেমীতে বন্ধন ;—

আসে ফিরে ফিরে ধরণী-মাঝারে
ষড় ঋতু প্রতি বরষে,
আসে দিবা-রাতি-ক্রম-অনুসারে
ঘুরে গ্রহতারা আকাশে,
যারা চলে যায় ফেলিয়া সুদূরে,
যাহা ধূলা হয় ধূলার মাঝারে,
অবিনাশী ভবে নাহি দেখি যারে
নব রূপে তারা বিকাশে ;

নিতুই আসিছে তরুণ তপন
দিন-ক্ষয়ে যায় ডুবিয়া,
আসিছে যামিনী, হাসিছে চাঁদিনী,
নিশি-শেষে যায় মিশিয়া,
ঝরণার জলে উথলে তটিনী,
সাগর চুমিছে সিন্ধু-বাহিনী,
তথা হ'তে উঠি' চপলা-সঙ্গিনী,
বর্ষণে রহে গিরিজায়া।

ওগো অন্ধ, তুমি দেখ না জগৎ
গ্রথিত নিয়ম-শৃঙ্খলে,
শুধু কি কোমল ঐ প্রেম-প্রতিমা
ডুবিবে অকূল গরলে ?
হে নাস্তিক ! আর বল না, বল না—
মানব-জীবন ক্ষণিক খেলনা
ভাঙিলে নূতন জীবন হ'বে না
ডুবিবে আঁধার-অতলে।

হে শান্ত, শীতল, স্বচ্ছ উৎস !
সবে বাঁধা তব ঋণে, *
দিতেছ ভরিয়া সলিল, ধান্য
অগণ্য বিপন্ন জনে ;
কত মরুভূমি, প্রান্তর, বন,
কত জনপদ, রম্য তপোবন,—
কত দুখ-সুখ পা'বে অনুক্ষণ
ধাইতে সাগর-পানে।

---

* ঋণ—পিতৃ-ঋণ, ঋষি ঋণ, দেব ঋণ ।

নব বর্ষে।

হে সুন্দর! হে স্ফটিক-নির্ম্মল!
আজি এস, হৃদে এস গো,

আমার মলিন জীবন-কুঞ্জে
নাথ! এস, আজি এস গো;

পাতিয়া রেখেছি কনক-আসন,
রচিয়াছি আজি কুসুম-শয়ন,
ব্যাকুল জীবন, আকুল নয়ন,
সদা চাহে তোমা, তোমা গো;

কোথা নিষ্ঠুর, ওহে কঠিন-কোমল!
কুঞ্জে আজিকে এস গো।

তোমার কঠিন বেদনা বিরহ
কেমনে সহিব নিশি অহরহ?
এ যে দুর্ব্বহ—অতি দুঃসহ
প্রাণে আরো কত স'ব গো?

কর কুসুমিত, হে চির-বাঞ্ছিত,
প্রেম-সিঞ্চিত আজি গো ।

পাষাণ-কঠিন কঠোর পীড়নে
অশান্ত হৃদয়ে যাপিব কেমনে ?
এস আজি নব-বর্ষ সমাগমে,
চির-নবীন, নূতন গো,—

কর আলোকিত কর পুলকিত
সমল জীবন-কুঞ্জে গো ।

দুর্ব্বল মন, বিফল বাসনা,
নিস্ফল হৃদি, সকল কামনা,
অন্তরে সহি অনন্ত বেদনা,
তবু প্রাণহীন নহি গো,

সহেনা সহেনা এ ঘোর যাতনা,
ব্যসনে ভূষণে এস গো ।

আছি পথ চেয়ে একেলা বসিয়া,
তোমার মূরতি মানসে আঁকিয়া ;
নিশীথের শেষে প্রভাতে ভুলিয়া
আসিবে না তুমি কাছে গো ?

হে তরুণ-অরুণ, করুণ-কোমল,
জীবনে মরণে এস গো ।

নিষ্ফল প্রেম।

ফিরে লও ভালবাসা, ফিরে লও প্রাণ,
শুধু যদি মরীচিকা তার প্রতিদান!
নিশীথে ঘুমায়ে থাকি,
তোমারে স্বপনে দেখি,
এস এস বলে ডাকি,—কোথা যাও সরে?
যে বসন্ত যায় চলে, আর কি সে ফিরে?

মধুরে মধুর সেই নয়ন কোমল,
প্রীতিপূর্ণ—প্রাণপূর্ণ, নিতি সচঞ্চল,
হানিয়াছে তীক্ষ্ণ ছুরি
জীর্ণ বক্ষ লক্ষ্য করি',
জর্জ্জরিত আজি সেই কঠিন পরশে;—
হায়রে! চপলা বাঁধা বজ্রানল পাশে।

তোমারে বেসেছি ভাল;—সে ভাল আমার,
পুড়ে হ'ক এ হৃদয় দগ্ধ অনিবার;
তখনি দেখিবে স্বর্ণ
সুতপ্ত উজ্জ্বল বর্ণ,

কিম্বা ম্লান ছাই-ভস্ম শুধুই অসার !
ধূলায় জনম যদি —ধূলা শেষ তার।

খেয়েছি গরল তীব্র অমৃতের ভ্রমে,
ভালবাসা এত ভ্রম জানিব কেমনে !
ছিল যেই ইন্দ্রধনু,—
পুষ্পিত চিত্রিত তনু—
সুবঙ্কিম রেখা মাখি' জলদ-গগনে ;
প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস সে যে সুদূর মিলনে।

কেন ভালবাসি বলে ব্যথা দিলে প্রাণে ?
কেন জাগে সেই স্মৃতি শয়নে-স্বপনে ?
হায়রে অবোধ মন !
কেন ভুলে অনুক্ষণ
ছুটিয়া ধাইতে চাহ নীলিম আকাশে ?
চকোরের জন্ম শুধু পুড়িতে পিয়াসে।

চিত্তাকাশে নাহি যদি উঠিবে আবার,
এ মিনতি—যেও সরে, চাহিও না আর,
আমি হেথা পথে বসি'
নয়ন-আসারে ভাসি'

জীবনের উদ্ভ্রান্ত দুখ-সুখ ল'য়ে,
অনাদি অনন্ত যুগ রহিব ভুলিয়ে।

নিশীথ নীহার-মাখা চিত্ত-মাঝারে
সুপ্ত রহিও নিত্য স্মৃতির বাসরে ;
মত্ত হৃদয় খুলি'
ক্ষিপ্ত বাসনাগুলি,
দিবে সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি পরাণে পরাণে,
তোমারি দোয়ারে বসি' তোমারে গোপনে।

ভালবাসা কুহেলিকা যদি এ জগতে,
ডুবে যায় অন্ধকারে—অজানা অতীতে,
তবে চাহিও না ফিরে,
অন্তরালে যেও সরে ;
সুকুমারী লজ্জাবতী কানন-আবাসে
সঙ্কুচিতা হ'বে কেন আমার পরশে ?

তোমারে ভুলিয়া আজ যাইব কোথায় ?
প্রাণের বাসনাগুলি জগত ভুলায় !
দেখি তোমা কাছে দূরে—
আঁকা রহ বিশ্ব-ভরে ;

কণ্টকিত সমলিন মানস মাঝারে
তোমার কুসুম-মূর্ত্তি চুমিব আদরে।

হে উপাস্য ! যাহা আমি দিয়াছি ভুলিয়া,
কেমনে বিফলে পুনঃ লইব তুলিয়া ?
শূন্য-প্রাণ পৃথিবীরে !
কি বলিব—ধিক্ তোরে,
নির্ম্মম অঙ্গার ঢাকা এই যদি শেষে
আরো কিছু নাহি থাকে অন্য কোন দেশে !

ভারত-প্রসঙ্গ ।

বাজিছে আমার হৃদয়-তন্ত্রী,
ভাঙিয়া গিয়াছে ঘুম,
নেহারি' সহসা বিবশা-সুন্দরী
রূপে গুণে অনুপম ;
কে তুমি আজি এ প্রভাতে
বসিয়া একাকী ভারতে,
গাহিছ চারণ গাথাতে—
গীতিময়ী ভাষা দুখ-অশ্রু-মাখা —
অতীত গৌরব কাহিনী ?
অয়ি মা ভারত-জননী !

আজি তোমারি দৈন্য, তোমারি দুঃখ,
তব দুঃসহ যাতনা,
লেখা ভারত-অঙ্গে, ধবল-শৃঙ্গে,
তোমার মর্ম্ম-বেদনা ;
তব গৌরব গাথাতে,
জাগিয়া উঠিয়া নিভৃতে,
তোমার মহিমা মরতে

প্রচারিবে বল, কে আর গরবে
অতীত গৌরব-কাহিনী ?—
অয়ি মা ভারত-জননি !

মুছে ফেল মাগো, নয়ন-আসার,
মুছে ফেল ঐ কালিমা,
মুছে ফেল তব সন্তাপ, দুঃখ,
হৃদয়-রুদ্ধ বেদনা ;
হের মা পূরব-সাগরে,
ভাস্কর উঠে ভাস্বরে,
বিনাশি' গভীর আঁধারে,
জাগ্রত ভারত—ছুটে উল্কামত,
শুনি' আবাহন ধ্বনি,
অয়ি মা ভারত-জননি !

তোমারি তরে মা, তোমারি সন্তান
প্রচারিবে বেদ-ধর্ম্ম,
গাহিবে তোমারি বিস্ময়ে পুরি'
বিশ্বে নিষ্কাম-কর্ম্ম ;
তোমার সন্ততি সে'দিনে,
জাগিবে নীরবে নির্জ্জনে,
পূজিবে হৃদয়-আসনে ;

তবে, তোমারি ভক্ত করিবে সিক্ত
তোমারি চরণ দু'খানি,
অয়ি মা ভারত-জননি !

দেখেছি তোমার স্ফুট অধরে,
হাসিট জলদ-সনে,
অচল-শিখরে চঞ্চলার সনে,
বাঁধা ছিলে যবে প্রাণে ;—
ঐ—উত্তর-কুরু (১) ভেদিয়া,
মৈনাক-গিরি (২) লঙ্ঘিয়া,
পশিলে ভারতে হাসিয়া,
গাহিলে গাথাতে "ব্রহ্ম-বর্ত্তে" (৩)
অমূল্য 'আর্য্য-কাহিনী',
অয়ি মা ভারত-জননি !

---

(১) উত্তর কুরু—Prof. Lassen points out at the furthest accessible extremity of the earth appears Hari Varsha with the Northern Kurus. The Ottor Kuru of Ptolemy must be to the east of Kashgarh which extends from the Kailash range and Mongolian Desert on the East and South, to the Artic Ocean on the North. Rig Veda depicts this place as the Home of primitive customs." রামায়ণেও ঐতিরিয় ব্রাহ্মণে উত্তর কুরুর এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) মৈনাক গিরি—Noth of Kailash an extension of the Himalayas modern Altai chain. (বাল্মীকির রামায়ণ - কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৪৩ শ্লোক)।

(৩) ব্রহ্মবর্ত্ত—বর্ত্তমান দিল্লীর ১০০শ মাইল উত্তরপশ্চিমে। শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়।

মনে আছে সেই কৈলাস-কথা, (৪)
  মানস-সর-রঞ্জিনি ?
মনে পড়ে সেই বচন-অতীত,
  অনাদি বেদ-কাহিনী ?
  কুহরিত পিক কাননে
  শিহরিত দ্রুম পবনে ?
  দীর্ঘ বর্ষ অবসানে
দেখেছি গরিমা,—"আর্য্যা-বরতে"—(৫)
  গঙ্গা-যমুনা সঙ্গিনী,
  অয়ি মা ভারত-জননি !

হেরিয়া তোমার রঞ্জিত ঊষা,
  রক্ত অরুণ রাগে,
করিল সন্তান অদ্ভূত বীরত্ব,
  আজো মাগো প্রাণে জাগে ;—
  তব সন্তান-ললনা,
  করিয়া বিজয় ঘোষণা,
  তুলিল যশের নিশানা,

---

(৪) কৈলাস—শিবের বাসস্থান। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবরের নিকট। ঐ স্থানে অনেক রত্ন পাওয়া যাইত সেইজন্য কুবেরের বাসস্থান বলিয়া কথিত ছিল। বর্ত্তমান the Kiunleen Range.

(৫) আর্য্যাবর্ত্ত—"The boundary of Arjyabarta was oceans to the East and West, and Himalyas on the North and Vindyas to the South." Indo Aryans.

সরযূর তীরে অযোধ্যা (৬) নগরে,—
বাল্মীকি-পীযূষ-কাহিনী,
অয়ি মা ভারত-জননি !
শুভ্র অভ্র-ভেদী, তুষা-বিমণ্ডিত,
হিমাচল গিরিবর,
ঐ মহেন্দ্র শৈল (৭) গোদাবরী-তীরে
ব্যাপিয়া পূর্ব্ব সাগর,
তব অঙ্কিত স্মৃতি-চিহ্ন,
তব চিহ্নিত ধৃতি, ধর্ম্ম,
তব মন্দ্রিত গীতিপুণ্য ;—
তোমার রহস্য-নিলয়ে নিয়ত
ধ্বনিত মল্লার-রাগিণী,
অয়ি মা ভারত-জননি !

উজলিয়া দিশি শোভে ইন্দ্রপ্রস্থ, (৮)
তোমার বক্ষ উপরে ;

(৬) অযোধ্যা—Was first built by Manu. Modern Oudh—(Dr. Rajendra Lal Mitra's Indo-Aryans Vol. I—page 21—25).

(৭) মহেন্দ্র শৈল—is identified with the Eastern Ghats and runs in a South-Westernly directions until they lose themselves in the Malay Range. P. C. Sarkar's—Ancient map of India.

সে সময়ে আর্য্য-স্রোত দক্ষিণে মহেন্দ্র শৈল ও উত্তরে হিমালয় অবধি প্রবাহিত হয়।

(৮) ইন্দ্রপ্রস্থ—যমুনার উপরিস্থিত নগর। ইন্দ্রপ্রস্থং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ নির্ম্মিতং নগরং। অধুনা দিল্লী ইতি খ্যাতঃ ইতি মহাভারতং শ ক-ক্র।

নর্ম্মদা-সলিল আজো বিন্ধ্যাচল, (৯)
চুমিছে আনত শিরে ;
কুরুক্ষেত্র (১০) যবে গম্ভীরে
ভীষণ অনল উগারে,—
জগত সভয়ে শিহরে--
প্রচারিলে "গীতা" যে অমূল্য গাথা,
এখনও উঠিছে ধ্বনি',
ওয়ি মা ভারত-জননি !

ধাইত যমুনা করুণা মাখিয়া
কাঁদিত রাধিকা বনে,
বাজিত কঠিন নিঠুর বাঁশরী
ব্যাকুল আকুল তানে ;
শুনিয়া সে ধ্বনি ভারত—
দণ্ডক (১১) মলয় (১২) জাগ্রত,
নদী-গিরি-বন কম্পিত,

---

(৯) বিন্ধ্যাচল উজ্জোয়িনীর দক্ষিণে ও বিদর্ভের উত্তরে স্থিত। নর্ম্মদা তাহার চরণ-চুম্বন করিয়া প্রবাহিত।

(১০) কুরুক্ষেত্র – বর্ত্তমান থানেশ্বর।

(১১) দণ্ডক—South of Vidarva and west of Kalinga (Madras) and Utkal (Orrisa). In the time of Ramayan and Mahabharat the Aryan civilisation went south-wards—Weber's History of Indian Literature page 181.

(১২) মলয়—কিষ্কিন্ধ্যা ও কাবেরী নদীর দক্ষিণে। (রঘুবংশ– ৪।৪৫ – ৫১ শ্লোক). Includes modern districts of Tanjore and Madura in the East with Coimbatore, Cochin, and Tavancore on the West.

General Cunningham.

শিখির নৃত্যে নাচিত চিত্ত
কদম্বেরি তলে আপনি,
অয়ি মা ভারত-জননি !

তোমা' অবশেষে তাপসিনী-বেশে
দেখেছি ধবলোপরি,
শোভিত উছল-গৈরিক-বাসে,
পিঙ্গল জটা ধরি' ;—
তখন,—গান্ধার, সিরিয়া,
ভূমধ্য-সাগর ব্যাপিয়া,
ছুটিল, তিব্বত, করিয়া,
গরজি' গরজি' জীমূত—মন্দ্রে—
বৌদ্ধ-শ্রমণ-বাহিনী, (১৩)
অয়ি মা ভারত-জননি !

---

(১৩) বৌদ্ধ শ্রমণ ও শ্রমণা তাহারা মধ্য এসিয়ায়, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে ও পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর (চীন, জাপান) অবধি ধর্ম্ম প্রচার করিত।

বিখ্যাত বৌদ্ধনেতা শান্‌বাসিক্ আফ্রিকা ও দ্বীপপুঞ্জে ঐ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করেন।—৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

কাবুলে পালিভাষা খোদিত প্রস্তরফলকে আন্তিওকস্, টলেমি, আন্তিগনস্ ও মধ্য যবন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। অশোকের এইরূপ অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ এখনও ভূ-প্রথিত রহিয়াছে। (ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় তখন ঐ সকল দেশের সহিত সম্বন্ধ অপ্রতিহত ছিল।)—ঐতিহাসিক রহস্য।

বহুদিন দেবি, ছিলাম শয়নে,
তব অঞ্চল ধরিয়ে,
সহসা প্রভাতে উষার আলোতে,
শিহরিনু তোমা' হেরিয়ে :—
নাহি সে কৈশর-খেলা,—
চকিত চাহনি-চপলা,
মানস-কুসুম-কুন্তলা !
সে যেন কে দীনা—অনাথিনী-বেশে—
বিবশা জনক-নন্দিনী !
অয়ি মা ভারত-জননি !

নাহি উজ্জ্বল, শোভা কজ্জল
অলক্ত মুখ-মণ্ডলে !
নহে নীল-বসনা, নীলিমাময়ী
যমুনার উপকূলে !
এ শান্ত মধুর প্রভাতে,
কেন গো আমার চিত্তে
জাগে সে চিত্র নিভৃতে ?—
যুগযুগান্তের সাক্ষি-স্বরূপিনী
স্নেহ-ধার-প্রবাহিনী,
আজিকে তুমি, মা, দুখিনী !

অযত্ন-শিথিল রুক্ষ কেশপাশ
লুটাইছে অনাদরে,
আজিকে তোমার নীরব সমাধি
তোমারি খেলার ঘরে!
কেহ তোমা ভালবাসে না,
কেহ ফিরে তোমা চাহে না;
কে বুঝে তোমার গরিমা?
উর জ্যোতির্ম্ময়ি! নয়নে নয়নে
তোমারি কুটীরে জননি!
ভুবন-মানস-মোহিনি!

একখানি নক্সা। *

প্রথম স্তবক।

ভৈরব উপরে শোভে ছোট গ্রাম-খানি,
রাস্তা ঘাটে লোক-ভরা অগণন প্রাণী।
ফল-ফুল কত ফোটে পাখী করে গান,
সদাই বিরাজে তথা গোলা-ভরা ধান।
বরষা এসেছে আজ ঝাপ্টা বহে মাঠে,
বিল খাল জলে-ভরা লোক নাহি ঘাটে ;
আর্দ্র-পাখা পাখী গুলি নাহি করে গান,
ভাদুরে ভৈরব-নদে খরতর টান।
গোশালেতে গরুগুলি আছে চুপ করে—
জাবর কাটিছে সবে বিষণ্ণ অন্তরে।
'সারাদিন এত বৃষ্টি কেউ দেখেনি যে'—
ভাবিছে ঘরের ভিতর বসি' চাটুয্যে।
গলা-ভরা ধোঁয়া ছাড়ে করি' মস্ত হাঁ,
বলে ঘরে টিঁকে আর থাকা হ'ল না !

---

* এই প্রবন্ধ বর্ণিত ঘটনাটি পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে তার পত্নী গেছে মরে
অভাগা বিরহানলে নিত্য মরে পুড়ে।
সকালা বিকালা তাই পাড়া-পাড়া ঘুরে,
লভিতে নূতন বুঝি আছে সে ফিকিরে!
বিধির নির্ব্বন্ধ বল যায় কি গো ধরা?
কে তারে বিবাহ দিবে! সে—ঘাটের মড়া।
জীবন-পঞ্চম-অঙ্কে শিরে চুল পাকা,
বয়স আধিক্য হেতু চলনও বাঁকা।
হ'লেই বা বুড়া, তার প্রাণে আছে রস,
সমল সলিলে ফুটে কমল সরস!
কি করিবে, কি যে হ'বে, ভাবে বসে মনে—
কেমনে বাহির হ'বে যাইবে কেমনে!
ঠাকুরে দোহাই পাড়ে, মাথা নমে পীরে;
অকস্মাৎ বৃষ্টি কিছু যাইল যে ধরে!
দন্তহীন মুখে তার হাসি ফুটে উঠে,
চাটুয্যে চলিল তবে তাঁতি-পাড়া ঘাটে।
একদিন দেখেছিল ঘাটের উপরে
দলিত কুসুম এক যৌবন-জোয়ারে;
চাটুয্যে তদবধি বাঁধা আছে ঘাটে,
তাই সে বেড়া'তে আসে রবি গেলে পাটে।

দ্বিতীয় স্তবক।

অনাথা বারুই কন্যা নাম মুক্তকেশী—
এখনো আছে সে বেঁচে, বয়স কিছু বেশি!
ঘর তার ঘাট হ'তে দেড় রশি দূরে,
শিকারের অন্বেষণে সদা ঘাটে ফিরে।
এমন বৃষ্টির মাঝে কেহ ঘাটে নাই,
একমাত্র দেখে তথা চাটুয্যে গোঁসাই।
মুক্তার মাটির ঘর উপরেতে চাল,
নিকান জুকান বেশ নাহিক জঞ্জাল;
সাম্‌নেতে ঢেঁকিশালে ঢেঁকি আছে পড়ে,
গোশালেতে গরু নাই, খড় চালে উড়ে;
আঙিনার এক কোণে ছোট রান্না ঘরে,
বিরাজে ভেলের হাড়ি তিজেল উপরে।
চল্লিশ হ'য়েছে পার তবু মুখে হাসি,
নয়নে কটাক্ষ আছে কিছু বেশি-বেশি;
নয়ন কোঠরাগত, যদি পড়ে জল
গড়া'তে না পায়, সে যে প্রকাণ্ড খোঁদল।
ছোট খাট হাঁ বটে—কিন্তু বড় দাঁত,
সে জানে যাহার হায় লেগেছে আঘাত!
সকলে দেখিলে হায়! ফিরায় বয়ান,
বলে ঐ যে দেখি এক মুলার দোকান!

খনা-খনা কথা কয়, তাতে পুনঃ টান—
নিশীথে দেখিলে শিশু ভয়েতে অজ্ঞান।
কটাক্ষে জিনিতে চায় সকলের মন,
কিন্তু মধুকর নাহি পশে সেই বন!

কাজে সে মল্লিক-বাড়ী কাজ করি' খায়,
চল্লিশে চাল্লিশে ধরে,—কি করে উপায়?
কা'র দিকে কেমনেতে হয় ভালবাসা,—
কে তাহা বলিতে পারে? হ'ক না সে চাষা,
মুচি, মুদ্দর্ হ'ক না, হ'ক্ না হাড়ি, ডোম্,
কে তা'রে ভুলিতে পারে যদি মজে মন?
সেই দিনে, সেই ক্ষণে, ভৈরবের পারে
চাটুয্যে মজিল শেষে প্রেমের পাথারে।
সে রূপসী মুক্তকেশী পড়ে গে'ছে চোখে
ঘাটেতে বসিয়া বুড়া আড়ে আড়ে দেখে।
অভাবে স্বভাব নষ্ট—শাস্ত্রে হেন বলে,
নথুবা ঐ রবি কেন কাঁদা-মাখা জলে?
দুই জনে ফুল্ল মনে ঘাটে বসি' হাসে,
দুই জনে আলাপনে বেলা যায় শেষে।
মুক্তকেশী হাসি হাসি বলে বাড়ী যাই,
যাইব মল্লিক-বাড়ী, বেলা আর নাই!
নৈকষ্য কুলীন তুমি এই কি বিহিত
ঘাটেতে মজা'তে চাও অবলার চিত!

চাটুয্যে বুঝিল জালে পড়িয়াছে তবে
মস্ত রোহিৎ এক, আর কোথা যা'বে!
প্রণয়ের রীতি নীতি জানা ভাল মতে,
বুড়ার অধিক রস বিদিত জগতে।
মুক্তকেশী হাসি' হাসি' ঘরে চলি'যায়,
ভাঙা-ঘাটে বসি' বুড়া ফিরে ফিরে চায়।
আবার আসিল বর্ষা অন্ধকার করি',
আবার পড়িল জল বিল-খাল ভরি',
আকাশে দামিনী হাসে, হ'ল ঘন-ঘটা,
হরিষে বিষাদে তা'র বুকে বাড়ে পাটা।
গুটি গুটি যায় বুড়া মুক্তার বাসে
হনুমান চলে যথা মন্দোদরী পাশে।
তদবধি কেহ কেহ দেখিয়াছে চক্ষে,
মুক্তি-পথ লভিয়াছে চাটুয্যে বার্দ্ধক্যে।

তৃতীয় স্তবক।

আসিল শরৎ কাল মেঘ গেছে কেটে,
নীলিম আকাশে নিত্য চাঁদ ফুটে উঠে।
কৃষাণ মাঠেতে যায় গরু লয়ে সাথে,
লোক সব যায় চলি' নিজ নিজ পথে।
ফুটিয়া উঠিল ফুল অলিকুল আসে,
পাখী সব করে রব নিকুঞ্জ-আবাসে।

হেলে দুলে অস্তাচলে যায় দিনমণি,
ঘাটেতে চলিল যত রসের রঙ্গিণী।
কলসী লইয়া কাঁকে কামিনীর কুল,
ফুটিল নদীর জলে ভৈরব আকুল।
রামের শ্যামের মা, প্রমদা রূপসী,
গদায়ের পিসি, আর গোকুলের মাসি,
কুমারী প্যায়ারী কত পাড়ার রঙ্গিণী,
ডাকিনী, যোগিনী কত নগেন্দ্র-নাগিনী,
কালিদাসী, হরিদাসী, হরি-সোহাগিনী
কেমনে বর্ণিব হায়! চলে না লেখনী?
কেহ বা দোলায় নথ, কেহ বা নোলক,
মরা-ভৈরবের আজ জনম সার্থক।
ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলে যায়,
ছোট ছোট ঢেউগুলি লাগে কিনারায়।
যুবতীরা নৌকা দেখে ঘোম্‌টা মুখে দিয়ে,
আড়্‌ নয়নে নৌকা পানে চাঁদের মত চেয়ে।

সভাপতি নিধুর মা ডাক্‌সাইটে নাম
মুখে ঠোনা দিয়ে বলে'—রাম! রাম! রাম!
এত বুড়া হতচ্ছাড়া কিছু নাইক ঘটে'!—
'হ'য়েছে কি?—ঠাকুর্ঝী' সবাই বলে উঠে।
"এ কি কাণ্ড,—লণ্ডভণ্ড হ'ল লঙ্কা-কাণ্ড!
শেষে কিনা মুক্তা-রসে মজিল পাষণ্ড।

দুর্ম্মতি হয়েছে তার এ বুড়া বয়সে,
মজিল মজা'ল শেষে চোদ্দ পুরুষে।
সতী লক্ষ্মী হররমা সবে গেছে মরে,
এরি মাঝে দোর্ দোর্ ফিরে কি করে ?
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হেন ছিল যা'র কাছে,
সে কেমনে এ বয়সে ফিরে পাছে পাছে ?
হররমা কথা আমি কিবা আর ক'ব !
সাকারা স্থন্দরী ছিল জগতে দুর্ল্লভ ;
এ হেন পত্নীর কাছে শু'য়ে বারমাস,
মিটিল না পাপিষ্ঠের দুষ্ট অভিলাষ ?
ইচ্ছা হয় এইদণ্ডে সম্মার্জ্জনী করে,
খেদাইয়া দিই তারে ভৈরবের পারে"।
গদার মা বলে—'ওগো শুনি আবার কি !
বুড়ি না যেতে হ'ল বুড়োর ভীমরতি।
হররমা গেছে মরে সবে এক মাস,
এরি মধ্যে চাটুয্যের একি সর্ব্বনাশ' !

ক্ষীরদা ঘুরায়ে তাগা বলে ঠাকুর-ঝি,
'এ কথা শুনিলে কোথা ! বল,—সত্যি নাকি ?
"অভয়া বষ্টুমী কাল ঠিক সন্ধ্যা-বেলা,
চাটুয্যেকে দেখেছিল তেঁতুলের তলা ;
সর্ব্বনাশা মুক্তকেশী কোথা হ'তে এসে,
নিয়ে গেল মিন্সেকে—মরণ আর কি শেষে !

বিষ তা'র ঝেড়ে দিই, দেখা পাই কই !
মাগী কিনা দিলে শেয়ে পাকাধানে মই !
বয়স গিয়াছে তবু রস তার এত,
না জানি বয়স কালে ছিল রস কত ?"
নাপ্‌তে বৌ বলে—"সে ত বড় রূপসী,
ইচ্ছা হয় তুলি দাঁত দিয়ে সাঁড়াশী"।
প্রাচ্যখণ্ড ল'য়ে যথা করে টানাটানি
পশ্চিম সাগর হ'তে যতেক গৃধিনী,
সেই মত পথে ঘাটে উঠিল যে রব
গণিল প্রমাদ তা'য় বৃদ্ধ জরদগব।
বালকেরা তালি দি'য়ে ফিরে প্রাতঃকালে
চীনের অবস্থা যথা রুষিয়া-কবলে।

হায় রে ! পিরীতি শুধু স্বপনের ফুল,
পলকে টুটিয়া যায় নয়নের ভুল ;
এত আশা, ভালবাসা, এত ব্যাকুলতা,
কুসুমের মালা যথা বিনা সুতে গাঁথা ;
ভ্রমর-চরণ-ভর, মলয় পবন,
সহে কি পরাণে তা'র দহে অনুখণ ?
সকলি ভাঙিয়া যায় নিমেষে ফুরায়
মৌন হাহাকার মাত্র মানস ভুলায়:
কণ্ঠাগত প্রাণ তা'র তাঁতি-পাড়া পানে,
কেমনে যাইবে সে যে পরমাদ গণে ?

মন তা'র বুঝে-বুঝে, কভু উচাটন,
তেঁতুলের সাধ মরে জ্বরে কি কখন ?
একদিন নিশা-যোগে কেহ কোথা নাই,
নিঃশব্দে অন্ধকারে চলিল গোঁসাই।
বিপণিতে লোক নাহি করে চলা-ফেরা,
ব্যাপারীরা তুলিয়াছে দোকান-পসরা।
ব্রাহ্মণ চলিল তবে মুক্তকেশী বাসে,
'ঘেউ ঘেউ' রবে সব কৌলেয়ক আসে।
বিরলে "মুক্তা" বলে ঝাঁপে মারে ঠেলা,
সজ্ঞানে ঘুমা'লে কেউ, তোলা বড় জ্বালা !
'দুৎতোর্' বলে বুড়া অগ্নি-হেন জ্বলে,
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে শেষে দুঃখে যায় চলে।
বারিতে কি রহে রেখা প্রয়াস বিফল,
নারীর যে ভালবাসা আঁখিরি কেবল !
[illegible] ছিল কণ্টকিল হাতে,
পিরীতের রীতি নীতি এই ত জগতে।
ভোগে যদি নাহি হয় কামনার ক্ষয়,
শ্মশান-বৈরাগ্যে তার কোথা ফলোদয় ?

চতুর্থ স্তবক।

চূর্ণী নদী উপরেতে স্বর্ণপুর গ্রাম,
জমীদার তথাকার বৃদ্ধ আত্মারাম ;

পূর্ব্বে ছিল মান্যগণ্য মহাবলশালী,
কালের প্রতাপে আজ কিছু খালি-খালি ;
তালুক্ মুলুক্ সব যাহা ছিল তা'র—
বাগ্, বাগিচা, লাখেরাজ্, যোত্, জমা আর,
বেচিয়াছে সকলি ত দেশের লাগিয়ে,
দেশের মঙ্গল হেতু যেন সে বাঁচিয়ে ;
ছোট-খাট পাঠশালা ছেলেদের তরে,
দীঘি-খাল, রাস্তা, ঘাট দিয়াছে সে করে।
ছেলে-পুলে কেহ তা'র নাহি ছিল কুলে,
হাসিয়া তুষিত বুড়া আদরে সকলে।
মুনফা নগদ্ তা'র আছে বেশ ঘরে,
তীর্থ-পর্য্যটনে সে যাবে মনে করে।
কাশীবাসী হ'বে বলে বুড়া করে মনে,
কেহ না যাইতে দেয় তারে কোনস্থানে।
ছেলেরা তাহার কাছে রাতি-দিন আসে,
তাহাকে দেখিলে সবে মহানন্দে ভাসে।
মাথায় পড়েছে টাক্ রং বেশ সাদা,
ছেলে-বুড়া সকলেই তা'রে কয় দাদা।
ছোট-বড় কত লোক আসে দিবা-নিশি,
দাদাতে লাগিয়া আছে গালভরা হাসি।
একদিন সন্ধ্যাবেলা কেহ কোথা নাই,
দেখি বসে গল্প করে চাটুয্যে গোঁসাই।

তাকিয়াতে ঠেস্ দিয়ে খল্ খল্ হাসে—
কি জানি বিধির মনে কি যে আছে শেষে!
চাটুয্যে স্বর্ণপুরে ভৈরব ছাড়ি',
আসিয়াছে আজ তথা মাতুলের বাড়ী।
কালের বঙ্কিম গতি কেবা বল জানে!
তাহার অতীত কীর্ত্তি এখানে কেমনে?
দাদার বাড়ীতে বসে রাম শ্যাম আদি,
করে সব মতলব বিবাহটা যদি
কোন মতে পারে দিতে—বড় সুখ হ'বে,
নেই কাজ খই ভাজ,—এই কয় সবে।
স্থির করে সবে মিলে বসে সেই দিনে,—
বুড়ার বিবাহ দিবে—যা'বে কোন খানে!
খুসী বড় হ'ল বুড়া সেই কথা শুনে,
স্বর্গেতে গেলেও ঢেঁকি নিত্য ধান ভানে।
খেদির সৈএর কোথা ছিল এক মেয়ে!
তাহাকে আনিল তারা স্বর্ণপুর গাঁয়ে।
দেখিতে ষোড়শী নারী কটাক্ষ নয়নে,
তা' না হ'লে হাঁড়ি-সরা মান্না'বে কেমনে!
টাকার লোভেতে সে যে শেষে হ'ল রাজি,
টাকার এমনি মায়া—এত বড় পাজি!
ঘরে যার টাকা নেই সেও টাকা করে,
বিলাসীর টাকা দেখ বিলাস-মন্দিরে।

কেহ বা টাকার তরে আসে সিন্ধু-পারে,
কেহ বা টাকার তরে লিখে লিখে মরে!
টাকা জ্ঞান, টাকা ধ্যান, টাকা বড় সার,
টাকার বিহনে হায়! সকলি আঁধার।
এমন টাকার মায়া কে বুঝিতে পারে!
সাধে কি বাঙ্গালী-জাতি লক্ষ্মী-পূজা করে?

পরশ্ব ফাল্গুনের সুত্হিবুক্ যোগে,
বুড়ার বিবাহ হ'বে সমিষ্টান্ন ভোগে।
অবুঢ়ান্ন, গায়েহলুদ্ হ'বে এক দিনে,
পাছে কোন গোল হয় বিবাহের দিনে!
বিবাহ হিন্দুর ঘরে কত বড় পাপ!—
সেই জন জানে হায়! যে পেয়েছে তাপ।
কালকূটে-ভরা সে যে ভুজঙ্গ-দাহন,
উগারে নিয়ত প্রাণে গরল ভীষণ!
কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত—শেষে প্রাণপণ,
ওই শুন ঘরে ঘরে করুণ ক্রন্দন!
এ কঠিন দৃশ্য যেবা করেছে দর্শন,
বুঝিবে সমাজ-চিত্র বিচিত্র কেমন!
পবিত্র বিবাহ-রীতি প্রেমের মিলন,
দেখ, দেখ এ যে শুধু অনল-দাহন!
বিধবা-বিবাহ দিলে কি হ'বে গো আর?
শত-ছিদ্র-পূর্ণ হায় সমাজ যাহার?

লাফা-লাফি, হাঁকা-হাঁকি, কিবা প্রয়োজন ?
সকলি যত্তপি শেষে অরণ্যে রোদন।
কা'র কি গো এই শেল বাজে নাক প্রাণে ?
কতদিন রবে স'য়ে ক্রূর আচরণে ?
নয়ন-সলিল তপ্ত শুধু "সম্প্রদান",
হিন্দুর বিবাহ আজি শ্মশান-সমান !
পরশ্ব বিবাহ হ'বে বুড়া তাই শুনে,
গণিছে দিবস ত্রয় সুপ্রসন্ন মনে।
কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে আড়ে আড়ে চায়,
বিবাহে কাহার সাধ নাহি,—বল যায় !
হ'লেই বা অর্দ্ধচন্দ্র, ফুটে নাকি ফুল,
বহে নাকি মলয়ের দখিণা আকুল ?
ভাবে বসে মনে মনে—নহে কেন আজ
চারি হাত এক হয়, বিলম্বে কি কাজ ?
বুড়ার বিবাহ হ'বে শুনে লোক হাসে,
ভৈরবের পার হ'তে কেহ কেহ আসে।
এত বড় বুড়া বর কে করিতে চায় ?
কে আছে এমন মূর্খ বল এ ধরায় ?
কে বল আপন-কন্যা দিতে চায় ফেলে,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে সাগরের জলে ?
কন্যাকে দেখিতে গেলে সবে আসে ফিরে,
আজ বাদে কাল বিয়ে, কনে কই ঘরে ?

দাদার বাড়ীতে যত লোক জন আসি'
জিজ্ঞাসা করিছে সবে কে হ'বে রূপসী ?
উত্তর শুনিয়া সবে ঘরে যায় চলি'
মহানন্দে স্বর্ণপুর উঠিল উথলি'।
মেয়েরা তুলিছে সব 'উলু' 'উলু' রোল,
এস আজি সবে মিলে দিই 'হরিবোল'।

আজ বড় চাটুয্যের বিবাহের রোল,
দাদার বাড়ীতে উঠে ভারি গণ্ডগোল।
আসিয়াছে মেয়ে ছেলে পাড়া-প্রতিবেশী,
কাদম্বিনী, মাতঙ্গিনী, হারাধনের মাসি।
পরিয়াছে রকমারি লাল নীল সাড়ী,
ঠুন্‌ঠুনে, রং বেরঙে বেলয়ারী চুড়ি।
সন্ধ্যাতে হ'য়েছে লগ্ন ভারি ধুমধাম,
এতদিনে চাটুয্যের পুরে মনস্কাম।
সন্ধ্যা না হইতে বর পরি' লাল শাটী,
গুটি গুটি উত্তরিল বিবাহের বাটী।
দাদার বাটীতে আজ লোক-জনে ভরা,
আঁসের বঁটীর পাশে যেন মাছি ঘেরা।
কেহ কেহ গান করে, কেহ শঙ্খধ্বনি,
বলিছে এমন বর কভু নাহি শুনি।
মুখেতে নাহিক দাঁত সব পাকা চুল,
এমন মানুষো হয় বিবাহে ব্যাকুল !

সকলে আপন মনে তাম্রকূট খায়,
বুড়া উচ্চৈঃস্বরে বলে লগ্ন বুঝি যায়।
পুরোহিতে ডাক ত্বরা একি সহ্য হয়!
'দাদা, দাদা' বলি বুড়া ব্যগ্র সাতিশয়।
কে শুনে তাহার কথা সবে যায় সরে,
কেমন হইবে কন্যা দেখিতে অন্দরে।
সকলেই কন্যা দেখে 'শুভ শুভ' বলে,
চাটুয্যে রাগিয়া বলে লগ্ন যায় চলে।
পুরোহিত আসি' কহে "ওহে চাটুয্যে,
বৃথায় করিছ ক্রোধ এই শুভ কাজে?"
উঠিতে উঠিতে বৃদ্ধ হাসি হাসি বলে,—
দাড়িম্ব ভক্ষণ হ'বে, তব পুণ্যফলে?
তোমার মতন বন্ধু কোথা নাহি মিলে!
'তোমারি তুলনা তুমি এ মহী-মণ্ডলে'!

কন্যার সুন্দর রূপ বর্ণনা কি যায়!
ভাদুরে ভৈরব-নদ কানায় কানায়;
নাক তার মাট মাট, চোখ দু'টী ভাসা,
কান তার ছোট খাট, মুখ তাঁর খাসা।
এই কি বিধির মনে ছিল শেষে হায়!
দাঁড় কাকে কেমনেতে পাকা আম খায়?
ব্রাহ্মণ তাহারে দেখি' ভাবে মনে মনে,
এমন সুন্দর রূপ দেখিনি নয়নে।

মন্ত্র কিছু নাহি শুনে মাথা-মুণ্ড বলে,
উথলে যমুনা তবে রসনার মূলে।
কি করিবে, কি বলিবে, মাথা গেছে ঘুরে,
ভাবিছে কখন যা'বে সুখের বাসরে।
আত্মারাম ভাব বুঝে ল'য়ে গেল তাকে,
বাড়ীর ভিতরে যথা মেয়ে লোকে দেখে।
বাসর-আসরে বসি' বুড়া ভারি হাসে,
আকাশের চাঁদ যেন পাইয়াছে শেষে!
সুপারি কাটিয়া বুড়া হাসে খল খল,
সকলে বলিল বরের্ গায়ে আছে বল;
মা ষষ্ঠী প্রণাম করি' কড়ি খেলা করে,
গান গাও বলে সবে তারে চেপে ধরে।
নিমাইএর মাসী তা'র হাতে দিয়ে মাকু
বলে বর্ণচোরা তুমি ভ্যা—করত বাপু।
উঠিল সহসা ধ্বনি বৃষভ-নাদিনী,
দীর্ঘ-কর্ণ-বিনিন্দিত চম্পটী-রাগিনী।
গাহিতে গাহিতে বুড়া আড়ে আড়ে চায়,
বরের ভঙ্গিমা দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়;
যতই হাসিছে সবে, বুড়া তত গায়,
সে রাতে পাড়ার লোক ঘুমা'তে না পায়।
সঙ্গীতে অরুচি হ'য়ে সবে বলে 'মর'!
গালি দিয়ে গেল সবে নিজ নিজ ঘর।

পরদিন প্রাতঃকালে বড় তাড়াতাড়ি,
কন্যা ল'য়ে যায় বর মাতুলের বাড়ী।
প্রভাতে সকলে এসে মহানন্দে চলে,
সকলেই বুড়া বরে ধন্য ধন্য বলে।
আগেতে চলিল বুড়া হাঁটি পদব্রজে,
পশ্চাতে পাল্কীতে আসে কনে-সাজ সেঁজে।
চুপি চুপি পথে 'কনে' গেল তা'র ঘর,
সকলে কহিল এ যে ময়রা অধর।
অধর যাত্রার দলে মেয়ে লোক সাজে,
সেই সাজে এসেছিল মজা'তে চাটুয্যে।
বাজারের লোক যত পিছু চলে সবে,
বিবাহ অপূর্ব্ব হেন কে দেখেছে কবে?
বাবুদের খেলা বলি' সবে কুতূহলে,
সমকণ্ঠে মহানন্দে 'হরি হরি' বলে।

বাড়ীতে আসিয়া বর বড় ব্যগ্র হ'য়ে,
কন্যাকে আদর করি' গৃহে তুলে লহে।
সুন্দরী ষোড়শী নারী?—একি দেখি হায়!
মনে মনে ভাবি' বর মুখপানে চায়।
ঘোম্‌টা খুলিয়া তা'র দেখে মুখ চেয়ে,
সে রূপসী মুক্তকেশী বারুইএর মেয়ে।
কি যে ছিল, কি যে হ'ল, বুঝিতে না পারে,
বিবাহের সাধ বুঝি এতদিনে মরে!

সকলে রকম দেখে মরে হেসে হেসে,
হায় রে বুড়ার প্রাণ ফাটে আপ্‌শোষে!
দারুণ বসন্ত-কাল প্রাণ কি যে করে!
সবে বলে বুড়া ঘরে রহিবে কি করে?
কোথাকার দুটো পাখী বসেছিল ডালে—
"গেরস্তর্ খোকা হ'ক্," "খুকী হ'ক্ বলে"।
ছেলেরা কোথায় ছিল দিল পুনঃ সাড়া,
ব্রাহ্মণ উন্মত্ত প্রায় চুর্ণী নদী ছাড়া।

পরিশিষ্ট।

দীর্ঘ সার্দ্ধ বর্ষ পরে দেখেছিনু তা'রে,—
জগতের দিব্য-আলো যবে ধীরে ধীরে
নয়নের প্রান্ত হ'তে হ'ল রুদ্ধ প্রায়,
ফুটিল না ভাষা আর, উঠিল না হায়!
একটী করুণ ধ্বনি; কঠিন প্রয়াসে
উঠাইল মাত্র হস্ত যেন কা'র আশে!
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি' চাহি' উর্দ্ধ পানে
রহিল সে শুষ্ক কণ্ঠে, শূন্যময় প্রাণে;
যে অনন্ত-পথে আজি যায় শান্তি-হারা,
বুঝিলাম তথাকার মিলে না কিনারা!
তাই সে আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল পরাণে,
চেয়ে আছে নির্নিমেষে কা'র অন্বেষণে!

শুক্ল-পক্ষ দশমীর উদাস জোছনা
মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে করে আনাগোনা ;
অটল রহস্য ভেদি' আজ কত দূরে
তাপ-ক্লিষ্ট, শ্রান্ত-দেহ, বিশ্রামের তরে
চলিয়াছ অজানিত, অসীমের পথে,
ঝিল্লীরব মুখরিত এ মধু নিশীথে ?
সংসারের লুকাচুরী সেই দিব্যধামে
দেয় না যন্ত্রণা তথা নৈরাশ জীবনে।
তৈলহীন দীপ-শিখা নিবিল গোপনে
বারেক চাহিয়া দুঃখে মুমূর্ষুর পানে !
শ্বাস-রুদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল তখন
কতদূরে—'হররমা ! কোথায় এখন ?'
বুঝিলাম লুপ্ত স্মৃতি আসিয়াছে ফিরে,
অনন্ত-সাগর-পারে আজি এত দূরে !
ঝরিল নয়নে বিন্দু,—অবশ শরীর
রহিল শয্যায় পড়ি' যাতনা অধীর ;
সঙ্গীহীন, সাথীহীন অন্ধকারে ঢাকা,
বাহিরিল মহাশূন্যে মুক্ত-আত্মা একা।

জাহ্নবী-সৈকতে।

অসীম, অনন্ত, নীলিম গগন-
প্রতিবিম্ব ভাসে জাহ্নবী-জলে,
ছোট ছোট কত তারকার রাশি,
মিটি মিটি করে অম্বর-ভালে ;
উপরে উঠিছে, হাসিছে, ভাসিছে
একটী বঙ্কিম অপূর্ণ শশী,
শত শত তা'র মৃদুল সমীরে,
চঞ্চল জলে যাইছে ভাসি'।

গভীরা রজনী—মলিন আলোকে
যেন অবসাদে চেতন-হারা,
নীরব প্রকৃতি, নিযুপ্ত জগৎ,
নিদ্রিত আজি শ্যাম বসুন্ধরা।
কোন মন্ত্রবলে হইয়াছে আজি
নিখিল জগত নিদ্রা-সুপ্ত ?
কোন মন্ত্রবলে জাহ্নবী-সলিল
নীরব নিশীথে মদিরা-মত্ত ?

লভিছে বিরাম পেলব শয়নে,
অশান্ত নয়ন-পল্লব এবে,

পশিয়াছে শ্রান্ত বিহগ কূলায়,
দিবাকর গেছে সাগরে ডুবে ;
একদিন হায় ! আসিবে এমনি,—
নিখিল জগৎ ঘুমা'য়ে র'বে !
আর না জাগিবে বিশ্ব-চরাচর,
চির-শূন্যমাঝে যাইবে ডুবে !

চিন্তা-তরঙ্গিনী আসিল নামিয়া,
উঠিল নাচিয়া মানসে চিত্ত,
ছুটিল শোণিত ধমনী-ভিতরে,
হৃদয়-তটিনী হইল মত্ত ;—
সেই সে ভারত—"সোনার ভারত" (১)
কেন পড়ে আজি পথ-ধূলায় ?
লুপ্ত গরিমা, দীপ্তি-বিহীন,
পঞ্চ-প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় ?

---

(১) ভারতবর্ষ "Pagoda tree" বলিয়া কথিত ছিল। অর্থাৎ যেখানে রূপার গাছে সোনার ফল ফলিত।

If I were to ask myself from what literature we, here in Europe, who have been nurtured exclusively on the thoughts of Greeks and Romans and of one semetic race, the jewish, may draw the corrective which is most wanted to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, more truly human, a life not for this life only but a transfigured eternal life—again I should point to Iudia—Prof. MaxMuller.

কত শত বর্ষ গিয়াছে চলিয়া,
কত শত যুগ হইয়াছে ভোর !
যুগ-যুগান্তর গিয়াছে বহিয়া,
তবু ভাঙ্গিল না সে ঘুমঘোর !
আর কতদিন গভীর আঁধারে
রহিবে ভারত তমসাচ্ছন্ন ?
আর কত কাল সমাধি-শয়নে
রহিবে পড়িয়া চেতনাশূন্য ?

হায়, মা ভারতি ! এক দিন ছিল
গরিমা তোমার জগতারাধ্যা, (২),

---

(২) "There is more and more evidence coming forth which shews that Indian civilisation had reached *Transgangetic Indian* in a very early and purely Brahmanic form. (Prof Max Muller.) Col. Hamilton Smith in his "Natural History of the Human Species" says 'The ancient religious beliefs, architectural monuments, colossal idols of the *New and Old worlds* have connecting links and they bespeak Caucasian reasoning and Caucasian skill."

The civilisation of America was transported there by the Hindus. The fascimile of "Ganesh' murti among the paintings of ancient Mexicans (মাক্ষিক প্রদেশ) is very strong evidence to this con-cluson.—Kedar N. Basu's Hindu Civilisation in America.

ঐ মন্দির-দ্বারে এসেছিল তবে,
   সিন্ধুপার হ'তে লভিতে বিদ্যা (৩) ;
রেণুকণা তব মাখিয়া পুলকে
   উদিল গগনে মুরজ-মন্দ্র !
ভূমধ্য-সাগরে (৪) তোমার আলোকে
   উঠেছিল কত নবীন চন্দ্র !

সে সকল আজ স্বপনের প্রায় !
   অলীক যেন বা কে দেখে ভুলে !—
পাশ্চাত্য-আলোক অধ্যাত্ম-ভারতে
   ডুবাইতে চায় চরণতলে ;

---

(৩) For the great discoveries almost in every branch of knowledge which go to form modern civilisation, the World is indebted to the Hindus more than to the Greeks. India originated Aryan culture which the Greeks scattered about in the world.—R. C. Dutt's Ancient civilization in India.

(৪) According to Apulejus—Pythogoras came to India and learnt from the Brahmins the doctrine of re-incarnation which he preached to the Greeks.

গ্রীসের ডায়ফ্যান্টাস (Diophantus) হিন্দুদের কাছ হইতে গণিত বিদ্যা প্রথম শিখেন। Our ancesters were the inventors of decimal notation, the most difficult astronomical calculations, the science of Geometry, Trigonometry and the Science of Algebra......

'Indian speeches by Surendra Nath Banerjea.

ফল্গু-নদীমত কিন্তু এ প্রবাহ
বহিবে ভারতে না হ'বে লুপ্ত,
কে পারে মুছিতে, কে পারে নাশিতে,
যাহা চিরন্তন, ধ্রুব-সত্য ?

অনার্য্য জগত এখনো বুঝে না,
এখনো জানে না কি আছে শেষে
ভাবিছে এমনি জড়-অর্চ্চনায়
জীবন যাইবে হাসিয়া হেসে !
আজীবন-ব্যাপি' জড় সেবা করি',
ভাবিছে জগত ক্ষণিক-খেলা,
বুঝিবে কেমনে প্রভঞ্জন সাথে,
উড়িছে কাহার চরণ-ধূলা ?

ভীমনাদে ওই করে আস্ফালন
গঠিতে বিজ্ঞান নূতন রাজ্য (৫),
ভাঙিয়া গরবে দিতেছে ফেলিয়া—
সকলি কদর্য্য বিপরিহার্য্য ;

(৫) Anaxagoras, Roger Bacon, Koparniash, Bruno, Gallilio, Count Tolstoi were persecuted for revealing the mysteries of Nature.

অশান্ত নরের অনন্ত-পিপাসা
পল্বল-জলে কেমনে মিটে ?
উত্তাল তরঙ্গ কে পারে রোধিতে
অনন্ত সাগরে যখন ছুটে ?

আচ্ছন্ন মানব বৈতরণী পারে
বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া উঠে,
'কোথা পুণ্য লেখা'—আঁধারেতে আঁকা,(৬)
মাগিছে নিয়ত অঞ্জলি-পুটে।
অর্থ-উপাসনা—অতৃপ্ত-বাসনা—
ইন্দ্রায়ূধ সম আলোক-ছায়া,
নিয়ত নয়নে নয়ন-রঞ্জন,—
কে চায় অঞ্জন করিতে তাহা ?

সকলি অসীম—সকলি সুন্দর (৮)
বালুকণা হ'তে ঐ হিমাচল,
সসীম অসীম, অদ্ভূত, অপূর্ব্ব,
বিস্ময়ে ভরা বিশ্বে সকল ;

---

(৬) বিখ্যাত জারমান্ পণ্ডিত Gœthe মরিবার পূর্ব্বে more light! more light! বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

(৭) The cardinal doctrine of Kapila's Sankhya philosophy and Kanada's Baishesik Darshan is—'প্রকৃতি পুরুষৈক্যের বিস্তানাদি উভাবধি'—Prakriti and Purusha exist in the world from the creation and can not be separated. According to Vedanta—the creation is as much eternal as the creator himself.

জড়-মূর্ত্তি-ভরা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
পৃথিবী ব্যাপিয়া জড়ত্ব রহে,
পাশ্চাত্য-জগত জানে না তাহায়,
কিন্তু কি মহত্ত্ব নিয়ত বহে!—

কি মহাশক্তি, কিবা মাধুর্য্য!
মিলন-প্লাবনে নিয়ত ছুটে;
ব্যথিত হৃদয় তাই সিন্ধুপারে
অন্ধ-সম হায়! কাঁদিয়া উঠে।
জড়-উপাসনা ভারতে ছিল না!—
(৮) অপরা-বিদ্যা—সাঙ্খ্য-সেবা?
কিন্তু বুঝেছিল অচৈতন্য মাঝে
চৈতন্যময়ের অনন্ত বিভা।

নক্ষত্রমণ্ডলে, শূন্যে, জলে, স্থলে,
অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম মাঝে,
অব্যক্ত, অচ্ছেদ্য, অচিন্তনীয়,
কিবা মহা-শক্তি নিত্য রাজে!

---

(৮) বিদ্যা—পুরাকালে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান হইলে তৎপরে গুরু পরাবিদ্যার শিক্ষা দিতেন।—অঙ্গানি বেদশ্চত্বার মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চ চতুর্দ্দশঃ।—

Four Vedas,—Grammar, Astronomy, Logic, philosophy, old literatures, medical science, science of war and science of physical world.

(৯) দ্বৈত "এমার্সন্" অ্যাট্লাণ্টিক্-কূলে
চিনিল ভারত অদ্বৈতময়ে,
হায়রে! আমরা ভারত-সন্তান
নীরবে কেবল রহিব চেয়ে ?

সে দেশে লভিয়া দুর্লভ জনম
কিসের লাগিয়া রয়েছি বেঁচে ?
মরণে নিশ্চয় এ দুর্নাম ঘোর,
জানিও—জানিও যা'বে না মুছে।

আরব্য, মিসর, ঐ গ্রীস, রোম,
যাহার আলোকে জনম লভে,
যাহার মহিমা অনন্ত গরিমা
যুগ-যুগান্তরে ধরায় রবে (১০);

---

(৯) বিখ্যাত পণ্ডিত-Emerson-জার্ম্মাণ্ তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতীয় শাস্ত্রবিদ্যা পাঠ করেন। ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। তিনি অ্যাটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন—"I am a part or particle of God."—ইহা সেই সোহহং ভাবের ছায়া মাত্র নয় কি ?

(১০) ইলিয়দ, ওড়েসী, এবং হোমারিক স্তোত্র সমুহই গ্রীক ধর্ম্মবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্পত্তি;—অর্থাৎ হিন্দুদিগের বৈদিক মন্ত্র-প্রকরণাদির স্থলীয়। কিন্তু যদি উভয়তঃ প্রাচীনত্বের তুলনা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে হিন্দু বেদবিদ্যার তুলনে গ্রীকের হোমরিক স্তোত্র ও ইলিয়দ আদি সে দিনকার পদার্থ। উভয়ের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর হইবে।—গ্রীক ও হিন্দু (তৃতীয় প্রস্তাব)।

যাহারে হারা'লে জগত বাঁচে না (১১),
ধরণী উজ্জ্বল যাহার তরে !
সেই দেশে আজ লভিয়া জনম
কি সুখে র'য়েছি পরাণ:ধ'রে ?

জাতির জাতিত্ব গেছে রসাতলে !
ভুলিয়া গিয়াছে গৌরব বাণী,
তাইত নীরব মুরজ, মুরলী !
তাইত গিয়াছে সকলি থামি' !

Wilson ঋক্ বেদ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে প্রাচীন আর্য্যেরা বড় বড় জাহাজ করিয়া সমুদ্রপথে বিচরণ করিয়া ব্যবসা করিত। (See Wilson's Rigveda IV—89 ; I—306, 337 ; II—182). মিসর প্রভৃতি স্থানগুলি ভারতের কাছে প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে— (See Dr. R. L. Mitra's Indo Aryans Vol. II—Page 440).

(১১) Sir W. Jones startled the scholars of Europe by his translation of Sakuntala. Classical scholars who believed that all civilisation and culture began with the Greeks and Latins, at first smiled and ridiculed, then stood aghast and ultimately gave way with considerable chagrin and anger to the irresistible march of truth—R. C. Dutt's Ancient Civ. of India.

Max muler বলেন—It is a wonder how at that early date (2000 B. C.) the Indians had developed ideas that seem novel and 19th Century-like to us.

বিক্রমের পুরী হ'য়েছে নীরব,
মগধ ডুবেছে অগাধ জলে,
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকলে,
ঢাকিয়াছে আজ জলদ-জালে !

পশ্চিম গগনে বিজ্ঞানের খেলা (১২)
অজ্ঞানের মত বিস্ময়ে দেখি ;
আমাদের কি গো ছিল না কখন ?
তাই আজ শেষে সকলি ফাঁকি !
সেই কালচক্র গিয়াছে ঘুরিয়া,
শক্তির সাথে ফিরে না আর,
এখন হ'য়েছে জড়ের জগতে
সকলই অন্ধ—জড়তা সার।

---

(১২) "When we come upon one phase of a pervading unity that bears with it all things—the mote that quivers in ripples of light, the teeming-life upon our earth and the radiating sun that shines above, it was then that I understood for the first time a little of that message, proclaimed by my ancestors, on the bank of the Ganges three thousand years ago—'They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth—unto none else, unto none else"—Professor Jagadish Bose.

ভারত-দুন্দুভি জয়-ডঙ্কা রোলে
 উঠিছে সুদূর মার্কিণে বাজি' (১৩),
হায় রে ! আমরা নিলাজ নয়নে
 কেমনে বসিয়া দেখে'ছি আজি ?
মানস-সরসে শুভ্র তামরস
 বিকশিত যেই ভারত-গায়ে,
দূর সিন্ধু হ'তে বিভোরা ভ্রমরা
 চুম্বিয়া মধু যাইছে ল'য়ে।

যাও আর্য্যজাতি ! যাও রসাতলে,—
 ছিঁড়ে ফেলে দাও ভারত-জলে,
বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, গীতা,
 যাহার মহিমা গিয়াছ ভুলে ;
কৃষ্ণ-উজ্জ্বল জাহ্নবীর কূলে
 যেথায় 'দর্শন' জনম লভে (১৪),

---

(১৩) The teachings of the eternal principles of the Hindu Religion through Swami Vivekanaeda were apprieciated more by the Americans than by any other nations in the world.

(১৪) Remember all the philosophies of the world came from the banks of the Ganges—M. Cousin (French Philosopher).

When we read with attention the diverse philosophical monuments of the East, above all those of India, which are beginning to spread in Europe, we discover there many a truth and truths so profound, and which makes such a contrast with the meanness of the results at which the European genius has sometimes stop-

যাহার বিমল অমল দীপ্তি
আজিও ভারত গগনে শোভে!

হায় রে! সে দেশে লভিয়া জনম
কিসের লাগিয়া র'য়েছি বেঁচে?
মরণে নিশ্চয় এ দুর্ণাম ঘোর
জানিও—জানিও যা'বে না মুছে?

এস আর্য্যজাতি! জাহ্নবীর তটে,
কি হ'বে বিষাদ করিলে আর?
কর প্রাণপণ অসাধ্য সাধনা—
বাজিবে কুঞ্জে বাঁশরী আবার;
যাহা গেছে চলে তাহারে ফিরা'তে
কঠোর সাধনা করিতে হবে,
কর্ম্মক্ষেত্রে আসি' প্রাণহীন হ'য়ে,
কত কাল আর পড়িয়া রবে?

পাশ্চাত্য জগতে শক্তি-উপাসনা
অসাধ্য সাধনা দুর্ব্বহ আতি,

---

ped that we are constrained ***to bend the knee before the philosophy of the East and to see in this the cradle of hunan race—the Native Land of the Highest Philosophy***—Victor Cousin.

যে জাতি জেনেছে অনন্ত-আধার (১৫),
করতলে তার নিহিত শক্তি।
শক্তি-সাধনা যে দিন গিয়াছে
সে দিন ভারত হ'য়েছে শূন্য,
সে দিনে ভারতে ডুবেছে তপন,
সে দিন ভারত তমসাচ্ছন্ন !—

ভগ্ন অট্টালিকা ! চূর্ণ স্তূপাকার !
র'য়েছে পড়িয়া ভারত-মাঝে ;
জানি না আজিকে কোথা কি যে ছিল !
সকলিই মিথ্যা হৃদয়ে রাজে !
তমিস্রা রজনী রেখেছে ব্যাপিয়া,—
ভারতে আজ নাহি কোলাহল !
কত কাল পরে হ'বে অবসাদ
সিন্ধু-মন্থনে তীব্র হলাহল ?

---

(১৫) When all the motions of Will have become perfectly rhythmical the body has become a gigantic battery of Will—Swami Vivekananda.

During the last century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin, yet they were mere groupers in the dark in comparison with the uncultured and illeterate Ramkrishna of Bengal—William Digby.

জনক-জননী-ভস্ম রাশি রাশি
জাহ্নবীর কূলে পড়িয়া রহে,
অস্থি-মজ্জা যত, ওই রাশীকৃত!
কখন দেখিনি জীবনে চেয়ে?
ভারতের হায়! অনন্ত-গরিমা
জার্‌মানি দেখ রাখিছে ধরে (১৬),
সেই সে ভারতে আমরা কি শুধু
অচৈতন্য প্রায় রহিব পড়ে?

হায় রে! সে দেশে লভিয়া জনম
কিসের লাগিয়া র'য়েছি বেঁচে?
মরণে নিশ্চয় এ দুর্ণাম ঘোর
জানিও—জানিও যা'বে না মুছে?

---

(১৬) Gœthe, Schlegel, Von Humboldt, Maxmuller, Theoder Benfey, Rudulph Roth, Prof. Weber প্রভৃতি জার্ম্মাণ্ মহাত্মাগণ ভারতের গৌরবকাহিনীগুলি জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

German Philosopher Schopenhæur বলেন—

There has been no study in the world so ennobling and elevating as that of the Upanishads. These have been the solace of my life and these will be the solace of my death.

পাশ্চাত্য জগত যে দিন বুঝিবে
জগত কেবল জড়ত্বে ভরা,
ভারতের কাছে অশান্ত-হৃদয়ে
আসিবে লভিতে অজ্ঞাত-পরা।

বুঝিবে সে দিন—জাহ্নবীর জলে
কি মহাবিদ্যা বহিয়া যায়!
কি অনন্ত প্রেম এখনো বিরাজে,
আলোক-পরশ লাগেনি গায়;—
এখন জানিও ফল্গুনদী মত
সেই বিদ্যা আজো নহে ত সুপ্ত,
যদি কোন দিন প্রতীচী-আঁধারে,
সেই জ্ঞান হয় জগতে লুপ্ত,

জানিও—জানিও—জানিও সে দিন
ঘর্ঘর রবে ঘুরিবে চক্র,
কালের সময় ফিরিবে আবার,
উদিবে গগনে নবীন অর্ক;—
সেই পূর্ণ শশী,—সেই চিরন্তন,
উদিবে আবার নিস্ব ভূতলে,
"ধর্ম্ম-রক্ষণে যেবা যুগে যুগে"
আসিব বলিয়া গিয়াছে চলে!

সে দিন হেথায় যাবে ভেদাভেদ,
বিনা সুতে সবে রহিবে গাথা,
সে দিন জগতে—প্রাচী-প্রতীচী,
অবিচ্ছিন্ন রবে জীবনে সদা।
সে দিন জগতে জাতিভেদ ভুলে
সকলে ধাইবে পয়োধি-জলে,
সে দিন আর্য্য মাখিয়া বিভূতি
দেখাইবে পথ জাহ্নবী-কূলে।

ওহে আর্য্যবাসি! জান কি তোমরা
কি মহা সাধনা করিতে হ'বে?
কিসের লাগিয়া নিদ্রিত প্রায়
রয়েছ পড়িয়া জাগ্রত ভবে?
এস দলে দলে জাহ্নবীর কূলে
সেই মহামন্ত্র হৃদয়ে ধরি,
বাজিবে যন্ত্রী, নাচিবে তন্ত্রী,
উঠিবে পুলকে বিশ্ব শিহরি'।

ওহে আর্য্যবাসি! গিয়াছ ভুলিয়া?
কঠোর বিধান ভারত তরে,—
"শান্তি শান্তি" বলি' মাখিয়া বিভূতি
যাইতে হইবে পৃথিবী পারে। (১৭)

---

(১৭) India will be raised not with the power of the flesh but with the power of the spririt; not with the power of destruction

যা'বে যা'ক প্রাণ করিতে সাধনা,
অসাধ্য জগতে কিছুই নয়,
এক দিন যদি মরণ নিশ্চয়,
মরণে ভারতে কিসের ভয় ?

অবলা যেথায় হাসিতে হাসিতে
ত্যজিত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ,
জগত-কল্যাণে সেই জাতি আজ
রহিবে অন্ধ হ'য়ে ম্রিয়মাণ ?
জনম-মরণ—অচ্ছেদ্য বন্ধন,
হইবে উত্থান নব-জীবন,
এই মহাজ্ঞানে যা'র অভিজ্ঞান,
সে রহে কেমনে হত-চেতন ?

---

but by the flag of peace and love—the garb of the Sanyasin : not by the power of wealth but by the power of begging-bowl. Say not that you are weak. The spirit within you is omnipotent....... Lay down your comforts, your pleasures, your names, fame or position, nay even your lives, and make a bridge of human chains over which millions will cross this ocean of life.—Swami Vivekananda.

ওহে আর্য্যবাসি, শক্তি-উপাসনা
করিয়া চল রে শক্তির সাথে,—
দেখিবে অমল অতীত গৌরব
ভাতিবে পূরব অম্বর-পথে।
অসম্ভব!—যদি বিশ্বে অসম্ভব,
সগর্ব্বে বলিবে ফরাসী-বীর,
শক্তি-রাজ্যে করিয়া বসতি,
আমরা র'ব করি' নত শির?

(১৮) ভারতে লভিয়া দুর্ল্লভ জনম,
কিসের লাগিয়া র'য়েছি বেঁচে?
মরণে নিশ্চয় এ দুর্ণাম ঘোর,
জানিও—জানিও যা'বে না মুছে?

---

(১৮) Indeed, if I may be allowed the anachronism, the Hindus were Spinozaites more than 2000 years before the existence of spinoza; and Darwinians many centuries before Darwin: the evolutionists many centuries before the Doctrine of Evolution had been accepted by the scientists of our time and before any word like 'evolution' existed in any language in the world.

Monier William.

The various hypothesis of creation, arrangement and development were each elaborated; and the views of the physiologists of the present day are a return with new lights to the Evolution Theory of Kapila.

Sir William Hunter.

"তূণীর কৃপাণ" ত্যজিয়া এখন
নীরবে কর রে শক্তি-সাধনা,
সকলি সাধ্য, দুর্গম বোধ্য,
অসাধ্য জগতে কিছুই র'বে না।
হও বলীয়ান ব্রহ্মচর্য্য বলে,
চৈতন্য-জ্ঞান জগতে জ্বালো,
টুটিবে কালিমা, ফুটিবে গরিমা,
ভাতিবে ভারতে উৎসব-আলো।

আজ যদি সেই চেতনা থাকিত
তূর্ণ বাজিত সহস্র বাঁশী,
হইত ভারতে চূর্ণ জড়ত্ব,
পূর্ণ হইত প্রেমের শশী।
এই যে হেথায় মৃত্যু-শয্যায়
মাতৃ মূর্ত্তি পড়িয়া রয়!
হরি! হরি! হরি! এই ছিল শেষে
কত জ্বালা আর পরাণে সয়?

গ্রাম্যপথে—মিনু।

বাতাস্ আসে হু হু শ্বাসে
উদাস্ করে প্রাণ,
আজ্‌কে কেন পড়্‌ছে মনে
বহু দিনের গান ?—
সে দিনেতে বটের তলে,
নর্ম্ম-নটন্ জলের কূলে,
তৃণ শ্যামল্ মখ্‌মলে
কতই কি যে আঁকা !
কেশর্ ফুলে গ্রাম-খানি
ঘোম্‌টা দিয়ে ঢাকা।

লাল্ ওড়্‌না যাচ্‌ছে উড়ে
নীলাকাশের তলে,
পক্ষী তখন যাচ্‌ছে ফিরে
দূর্ পল্লীর কোলে,
ধান্য-ক্ষেতের আলি-পথে
চাষীরা সব লাঙ্গল্ হাতে,
সরস্ মনে, হরষ্ চিতে
আস্‌ছে ফিরে ঘরে,—

ওদের মিনু বসে তখন
  তাল্‌পুকুরের পারে।

শ্যামল্‌ তৃণে কোমল্‌ প্রাণে
  গ্রাম্য বালক যত,
সাঙ্গ করে 'হা ডু-ডু-ডু',
  ফুল্ল প্রাণে কত!
রাখাল্‌ দূরে বাজায় বেণু,
আস্‌ছে ফিরে পাটল্‌ ধেনু,
ডুবিয়ে ধীরে রঙ্গিন্‌ তনু,
  তপন্‌ গেল নেমে,
সাজ্‌ল বধু—দিক্‌-অঙ্গনা
  কনক-চাঁপা-সনে।

দুলিয়ে পাছা এলিয়ে চুল
  আস্‌ছে কাল-মেয়ে,—
শিউরে উঠে শিউলি ফুল
  সন্ধ্যা-রাতে নেয়ে,
ঝাপ্‌সা ছায়া তরুর মূলে,
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে,

গুরু-মশাই কষাই-শালে
ঠেঙায় না'ক ছেলে,—
গ্রামের পথে অন্ধকার,
মিনু তখন জলে।

মু'খানি তা'র চাঁদের পারা
শুভ্র, স্বচ্ছ, ধীর,
নয়ন-তারা—আপন-হারা-
ভৃঙ্গ-সম স্থির,
ফিরিঙ্গী-খোঁপা বাহার ফুলে,—
ফণির যেন মাণিক জ্বলে,—
পান্না দু'টী শ্রবণ-মূলে,
আপন্-মনে হাসে
জলের তালে কলসী কাছে
কমল-দলে ভাসে।

উঠ্‌ল ফুটে পল্লীবধূর
হাসির মধু-রেখা,
তুলসী-তলা ঘোম্‌টা দি'য়ে
থম্‌কে ফিরে দেখা;
ঘরে ঘরে শঙ্খ-বাদন,
বাতাসে বয় ধূপ-চন্দন,

গাইছে দূরে শৃগাল্-গায়ন্
বাব্‌লা গাছের পাশে ;
জানিয়ে দিলে উচ্চরোলে
এক প্রহর আসে।

অবুজ্ ছেলে অসুখ্ বলে
পড়্‌তে নাহি চায়,
দিনের খেলা সাঙ্গ হ'লে
রসুই ঘরে যায় ;
বাপ্‌টী তখন্ খেটে খেটে,
আস্‌ছে চাদর্ ফেলে পিঠে,
তেঁতুল-তলার খোলা-মাঠে,
খেয়ায় হ'য়ে পার ;
ফর্‌মাসী এক সাড়ী হাতে
কল্কা-কাটা তা'র।

ছেলে ঘুমায় মায়ের গানে—
'বর্‌গী এল দেশে,
বুল্‌বুলিতে ধান্ খেয়েছে
খাজ্‌না দিব কিসে।'
অলস্ আঁখি মুদে আসে,
বাতাস্ বহে হু হু শ্বাসে,

প্রদীপ্ যেন নিভে আসে,
কুলঙ্গটীর পাশে ;
চাইল ভয়ে ঊর্দ্ধে মিনু,
যেন কাহার আশে !

ক্রমেই হ'ল আঁধার নিশি
শীতল বায়ু বহে,
কপট পেঁচা বিকট ভাষে
বট গাছের ছায়ে ;
চাল্‌দা বাদুড়্ ঝাঁকে ঝাঁকে,
চোরের্ মত বটের ফাঁকে,
উড়ে বেড়ায় উচ্চ শাখে,
পক্ক ফলের আশে ;—
আমি হেথায় মিনুর তরে
বিভোর হ'য়ে বসে।

ভাব্‌ছি মিনু মধুর টানা
বাঁকা ভ্রুর তলে,
কাল ভ্রমর্ দিচ্‌ছে হানা
পদ্মমুখী বলে ;
ভরা-ভাদ্দর্ নদীর মত
কোমল্ তনু পূর্ণায়ত,

মণি, মুক্তা ঝরে বা কত
হাসির ফোয়ারায়,—
কমল-বনে কমল-মুখী
মৃণাল-ঘেরা তায়!

কণ্টকিত কাল দিঘীর
অনেক্ খানি জলে,
রইল মিনু উদাস্ আঁখি
আকাশ-পানে ভুলে;
ঊর্দ্ধদিকে অসীম পটে,
কাদের মেলা তারার হাটে?
ঝর্‌ছে কত উঠ্‌ছে ফুটে!
নিচে বটের ডালে
আতস্-বাজী কর্‌ছে যেন
খদ্যোতেরা মিলে।

ফুট্‌ল ধীরে চাঁদের আলো
তালী-বনের শাখে,
ভেঙ্গে গেল ঘুমের ঘোর
ক্ষীণ চন্দ্রালোকে;
ডাকিনু তা'য় ব্যাকুল স্বরে!
খুঁজিলাম সে দীঘির তীরে,

আমার ধ্বনি ব্যঙ্গ করে
শূন্যে গেল চলে!
কোথায় মিনু সোণার তনু?
কলসী পড়ে জলে!

হায় রে বিধি! কেন দিলি
এত রূপের রাশি?—
সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারে
কোজাগরের শশী!
কি দোষে তা'য় বিধবা-বেশে
পাঠা'লে এই বঙ্গদেশে?
হিসাব্ নিকাশ্ এই কি শেষে?
কঠিন পরিচয়!
কড়া-ক্রান্তি যায় না'ক বাদ,
নাম্‌টী দয়াময়।

ভোরের পাখী তেম্‌নি করে
যায় গো ফিরে সাঁজে,
আজও শুনি মেঠো সুরে
ছেলের বাঁশী বাজে,
পল্লীবধূ কুম্ভ ল'য়ে,
গ্রাম্যপথে ফুল কুটিয়ে,

যায় গো ফিরে ক্ষুদ্র গেহে
অশথ-তলা দি'য়ে;
ঠাকুর-ঘরে শঙ্খ বাজে
সন্ধ্যা এলে ছেয়ে।

উড়িয়ে ধূলি মাঠের ধেনু
তেম্‌নি ফিরে আসে,
তেম্‌নি ছোট রবির ছায়া
তাল্‌-পুকুরে ভাসে,
সকলই যে তেম্‌নি আছে,
শুধুই সে ত নাইক কাছে,
হয় না মনে কবে গেছে
স্মৃতির রেখা ফেলে,—
বহুদিনের এমনি কোন্‌
এক্‌ সন্ধ্যাকালে!



নব বসন্ত।

এ নব বসন্তে আজি !
মুকুলিত ফুলকুল হৃদয় রাজি' !
কোথায় রহিলে কান্ত ! পুষ্পিত চির-বসন্ত !
উজ্জ্বল, সুন্দর, শান্ত !
কর প্রেম দান, কর প্রাণ দান,
তোমাতে তৃষিত প্রাণ উঠুক রাজি',
এ নব বসন্তে আজি ।

এ নব বসন্তে সখি !
হাসি-অশ্রুমাখা কেন সব নিরখি ?
বন-বীথি কম্পিত, হাস্য-গীতি মুখরিত,
দ্রুমদল কুসুমিত ;
শিথিল কুন্তল, স্খলিত অঞ্চল ;—
কেন মম অবিরল ঝরে দু'আঁখি ?
এ নব বসন্তে সখি ।

এ নব বসন্তে আজি!
কেন গো হৃদয়-তন্ত্রী উঠিছে বাজি’?
উজ্জ্বল দশদিশি, নির্ম্মল পৌর্ণমাসী,
উঠিছে নিকুঞ্জ হাসি’;—
মলয়া-পবনে, কেন দূর বনে,
বাঁশরী করুণ তানে উঠিছে বাজি’?
এ নব বসন্তে আজি।

এ নব বসন্তে মরি!
জোছ্না বিতরে প্রেম-সুধা চকোরী;
পড়ে অন্তরীয় খসি’, যাইছে অঞ্চল ভাসি’,
হায় রে নিষ্ফল নিশি!
এস এস ফিরে, এস গো অন্তরে,—
কতদিন রবে দূরে? তুমি আমারি!
এ নব বসন্তে মরি!

এ নব বসন্তে মরি,
এস শান্ত, কান্ত মম হৃদয়-পুরী;
প্রেম-আশা মুকুলিত, প্রাণ আজি ব্যাকুলিত,
দু’নয়ান উচ্ছ্বসিত,
ক্ষীণ দেহ-মন, তোমারি আসন;
দেব-দুর্ল্লভ-ধন,—এস গো ফিরি’,
আজি এ বসন্তে মরি।

এস চিরন্তন শশী!
পূর্ণিমা উঠুক হাসি' উজলি' দিশি;
ক্ষুদ্র হৃদি-পদ্মখানি, দিব পাদপদ্মে আনি,
অশ্রুজলে একাকিনী;
স্তবহীন মুখে, পদপ্রান্ত বুকে,
চুম্বিব চরণ সুখে—সারাটী নিশি,
এস গো বাসন্তী-শশী।



নবীনচন্দ্র সেন।

কোন্ দূর দেশ হ'তে, হে সৌন্দর্য্যময়!
এসেছিলে এ জগতে দুদিনের তরে,
ফুটাইতে কল্পনার কুসুম-নিচয়,
বিলাইতে প্রেমশান্তি বাঙ্গালার দ্বারে;
চট্টলা শ্যামলা শৈলে বসিয়া হরষে
রচিয়াছ যেই মাল্য,—সুগন্ধ তাহার
গন্ধবহ ল'য়ে আসে নিরানন্দ দেশে,—
এখনো উঠিছে তাই মধুপ-ঝঙ্কার।

কোন্ দূর রাজ্য হ'তে পড়েছিলে খসি'
জননী-অঞ্চল ধরি' নির্জ্জন কুটীরে?
শারদ গগনে যেন মেঘমুক্ত শশী
অলসে ঢলিয়া পড়ে ধরণী-উপরে।
সংসারের নিত্য ব্রত করি' উৎযাপন
কোন্ দূর রাজ্যে পুনঃ গিয়াছ চলিয়ে?

শুভ্রকান্তি যশঃ শিরে করিয়া লেপন
শূন্য করে গেলে তুমি পুণ্যময় গেহে।
কোন্ দূর দেশ হ'তে শান্তি লয়ে সাথে—
ভাতিল প্রথম আলো নয়নেতে যবে,—
বদ্ধ করে এসেছিলে কাঁদিতে কাঁদিতে
এ মর-জগতে তুমি নির্জ্জনে, নীরবে?
দি'য়া গে'ছ যেই ধন—অপার্থিব তাহা
শূন্য করি' যুগ্ম কর, যবে গেছ ছাড়ি',
পুণ্যময় মহাশূন্যে; সেই দিন আহা!
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল হ'তে,—যেন বা উপড়ি'
পড়ে'ছে একটী গ্রহ অনন্ত বিমানে,
রাখি' মাত্র ভস্ম-চিহ্ন পৃথিবী উপরে!
দুখিনী মা বঙ্গভূমি! হৃদয়ে যতনে
তুলিয়া রেখেছে যত্নে স্বর্ণ সৌধ 'পরে।

কোন্ দূর রাজ্য হ'তে পড়েছিলে খসি'
"কর্ণফুলী"-নদী তীরে গিরি-পাদমূলে?
বহিয়া গিয়াছে তাই অমৃতের রাশি,
যুগান্তরে নব রূপে নির্ঝরিণী জলে!—
নদী-সম জীবনের সুবঙ্কিম পথে
প্রবাহিত সিন্ধুপানে মৃদুল লহরে,
ফুটিয়াছে তাই মর্ত্তে—জনহীন-পথে—
সরস, প্রফুল্ল ফুল বঙ্গের ভাণ্ডারে।

তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি ধরায় অতুল,
রহিবে অঙ্কিত চির যমুনার কূলে ;
যতদিন র'বে সূর্য্য, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল,
কি করিতে পারে কাল-কীর্ত্তিনাশা-জলে ?
আজন্ম বিভোর ছিলে কৃষ্ণ-প্রেম-রসে,
যত্নে যাঁ'র রেখেছিলে চরণ-যুগল
কল্পনার লীলাক্ষেত্রে, তাঁর কৃপা-বশে
ফুটেছে নীরস বঙ্গে সরস কমল।
সাহিত্য-কুসুম-বনে উন্মত্ত ভ্রমর
বিরাজিত নিত্য যেই গুন-গুন স্বনে,
মত্ত হ'য়ে মধুপানে এতদিন পর,
ঢলিয়া পড়েছে হায় !—কুসুম-শয়নে।

কবিবর ! মহাধ্যান ত্যাগ করি' আর
কভু কি গো আসিবে না শূন্য তপোবনে ?
আর কি গো উঠিবে না মুরলী-ঝঙ্কার ?
র'বে চিরকাল সুপ্ত নিত্য বৃন্দাবনে ?
নীরব মুরজ, বীণা, যমুনার তীরে,
নীরব যমুনা-জল শ্যামের বিহনে ;
নিত্য-নীহার-মাখা অচল-শিখরে
ব্রজাঙ্গনা কাঁদিতেছে আকুল পরাণে !
সুবর্ণ পিঞ্জর রাখি' এ মর মরতে,
অভ্রান্ত, অনন্ত-পথে বাহিরিলে একা ;

পশিয়াছ পান্থ, তুমি শ্রান্ত ক্লান্ত চিতে,
নবীন জগতে মাখি' নবীনের রেখা।
হিরণ্ময়-জ্যোতিঃ মাখি' অনিন্দ্য শরীরে
পশেছিলে কর্ম্মক্ষেত্রে, গেছ কর্ম্ম সাধি'
অনন্ত, অজ্ঞেয় রাজ্যে; সুবর্ণ পিঞ্জরে
মহাযোগী রবে কেন বাঁধা নিরবধি?
লীলাময় 'প্রভাসের' লীলাক্ষেত্র হ'তে
লীলাখেলা সাঙ্গ করি', কোথা অস্ত গেলে
বঙ্গের গৌরব-রবি? আর কি ভারতে
বহিবে না কৃষ্ণপ্রেম যমুনা-সলিলে?
উর জ্যোতির্ম্ময় পুনঃ পূরব গগনে,
জগতের বিশ্বপ্রাণ করি' আকর্ষণ,
কহ দেব! একবার বঙ্গবাসী জনে,—
"নহে ত নবীন আমি সেই পুরাতন"।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

হিন্দু-বিধবা।

"হে নিষ্ঠুর! হে নিরদয় বিধি!
ভাল দুখ দিলে জনম অবধি,
দিবস-যামিনী কাঁদি নিরবধি—
তবু দুখ দিতে হয়?
কি ফল বল না কাঁদা'য়ে কামিনী?
কি লাভ লভেছ দহিয়া পরাণী?
দয়াময় তোমা নিশি-দিন জানি,—
এই তা'র পরিচয়!

ওই দেখ, ওই ডুবিছে তপন,
সান্ধ্য-সমীরে দুলিছে কানন,
নীরবে কুসুম মেলিছে নয়ন,
যৌবন আঁখি-ঠারে;
জীবনের পারে দাঁড়া'য়ে একেলা,
আমি কি শুধুই এ সারাটী বেলা
নিরাশা-পবনে সাগরের খেলা
খেলিব জীবন ভরে?

নিষ্ঠুর নিয়তি ! নিয়ত জীবনে
ব্যথা দিতে যদি এত সাধ মনে,
তবে কেন ঢাল অমৃতের সনে
অহরহ হলাহল ?
জীবন-মাঝারে জীবনেতে মরা,
জীবন-সাগরে নাহিক কিনারা,
ডুবিয়া গিয়াছে মম ধ্রুব-তারা
কাঁদি তাই অবিরল।

কত নিশি গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কত শশী গেছে গগনে মিশিয়া,
কত হাসি গেছে অধরে ভাসিয়া,
চাহিয়া শূন্য পরাণে ;
বাসি মালা মত পড়ে আছি পথে,
দলিত কঠিন শত পদাঘাতে,
কাঁদিয়াছি কত করুণ ভাষাতে,
নীরবে আপন-মনে।

আজি এ চক্ষে সকলি আঁধার,
সকলি শূন্য, সকলি অসার,
যেন বা অকূল গরল পাথার
উথলে করিতে গ্রাস !

কত দিন গেছে কেটে আঁখি-জলে,
ভেঙ্গে দিয়ে গেছে মম অন্তস্থলে,
ভাসিয়া গিয়াছে বরষার জলে,
তৃষিত জীবন আশ।

তরুণ জীবনে সকলি ফুরায়,
এ জীবন যেন হ'ল স্বপ্ন-প্রায়,
মরম-বেদনা কহিব কাহায় ?
হে নিষ্ঠুর নিরদয় !
জীবনের লীলা ফুরা'ল আমার,
মানব-জীবন কত সবে আর !
দূর কর এই দুখিনীর ভার,
কেমনে জীবন রয় ?

তপন তাপিত মরুভূমি-বাস
করিতে কাহার হয় অভিলাষ ?
কেমনে এ দীরঘ বরষ মাস,
কাটাইব ভাঙা ঘরে ?
নিবিড় কাননে নীরবে বসিয়া,
চিরদিন গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ধ্রুব-জ্যোতিঃ শেষে গিয়াছে মিশিয়া,
কাঁদাইয়া চিরতরে।

আরে রে দারুণ নির্ম্মম বিধি,
নিদারুণ মনে নিলে কায়া যদি
তবে কেন ছায়া কাঁদে নিরবধি
বিষাদে ধূলায় পড়ে ?
ঝটিকা-বিভগ্ন আজি তরুবর,
ধূলা ধূসরিত সহি অনাদর,
শূন্য গৃহকোণে বসি' নিরন্তর
কেঁদে মরি আঁখি-নীরে

মলিন বসন—অঙ্গ-আচ্ছাদন,
ল'য়েছে কাড়িয়া কবরী-কঙ্কণ,
ভেঙেছে আমার সোণার স্বপন,—
হায় রে বিধবা নারী !
সিঁথির সিন্দুর দিয়াছে মুছিয়া,
হস্তেরও লোহা লয়েছে কাড়িয়া,
জীবন আমার দিয়াছে ভাঙিয়া,
—কি সুখে জীবন ধরি ?"

(২)

বৈশাখের মেঘ সহসা উঠিল,
বিহগ সভয়ে কুলায় পশিল,
ঘন ঘন রবে মেদিনী ছাইল,—
বসুধা করিতে লয় !

প্রভঞ্জন আসি' পাদপ টুটিল,
ইরম্মদ আসি' ভূধরে পড়িল,
জ্বলন্ত গগনে তারকা খসিল,
কাঁপে প্রাণী সমুদয়।

ভৈরব নাদে নিনাদ উঠিল,
প্রলয়ের ছবি জলধি আঁকিল,
নিখিল জগত বুঝিবা ডুবিল
নিবিড় আঁধার-তলে!
চমকি চমকি চপলা-আলোতে
এক রুদ্রমূর্ত্তি হেরি আচম্বিতে,
বসিয়া ভারত অচলের পথে
সজ্জিত জটা-জালে।

বিজলীর মাঝে উঠিল ডাকিয়া—
গম্ভীর নাদে দিগন্ত-ব্যাপিয়া
জলদ-গগনে রূপ উছলিয়া
পড়িল ধরণীময়,—
"কোথা সেই গ্রীস্, কোথা এসেরিয়া?
কালের একটী তরঙ্গ আসিয়া
দেখনা চাহিয়া, গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,—
নামে মাত্র জীয়ে রয়।

"কোথা স্পার্টান্, কোথায় রোমান্,
রণ-রঙ্গ মত্ত উলঙ্গ কৃপাণ ?
য়ুরোপের সেই মেরুর সমান
ধরে'ছে সমাধি-সাজ।

"আর সেই দিন ফিরিবে না আর,
র'বে চিরকাল ধূমে অন্ধকার,
শ্মশান সমান ভস্ম-স্তুপাকার
র'য়েছে পড়িয়া আজ।

"কোথা মেসিডন্, কোথায় মিসর ?
আজিকে হ'য়েছে ধূলায় ধূসর,
যেন স্পন্দহীন স্বপ্নের গোচর,
আর কি সজীব আছে ?

"কালান্তক যম গ্রাসিয়াছে সবে,
ডাকিলে তা'দের আর না জাগিবে,
আঁধারের দীপ আঁধারেতে কবে
নীরবে নিভিয়া গেছে।

"ওই দেখ— সেই সাগরের তীরে,
উন্মাদিনী মত চিতার উপরে,
সোণার ভারত ধূলার বাসরে—
কত শত যুগ ধরে !

"আর কতদিন এমনি যাইবে!
আর কতদিন নয়ন মুছিবে!
আর কতদিন পড়িয়া রহিবে!
শ্যামল ধরণী 'পরে!

"আবার উদিবে অপূর্ব্ব প্রতিমা,
ভাতিবে ভারতে জ্ঞানের গরিমা,
ছুটিবে জগতে অনন্ত মহিমা—
সে দিন অপূর্ব্বময়!

"ঐ ছিন্ন বসনে বিধবা রমণী,
ক্ষুন্ন আননে ব্যথিতা কামিনী,
শূন্য-শয়নে চির-বিরহিণী,
করিবে জগত জয়!

বিপ্লব ঘোর ঝঞ্ঝা-মারুতে,
কম্পিত ঘন বজ্র-আঘাতে,
কালের কঠোর কুঠার-আঘাতে,
নহে ত ভারত ছিন্ন!

"এখন ডোবেনি অতল গরলে,
রবি শশী আজো ঘুরে ভূমণ্ডলে,
জানিও ভারত ডুবিবার হ'লে
এতদিনে হ'ত শূন্য।

"কত শত যুগ সাধনার ফলে
দীনা হীনা ঐ বিধবা মণ্ডলে,
রয়েছে ফুটিয়া আজো ভূমণ্ডলে
সেই "ধর্ম্ম সনাতন";—

"ব্রহ্মচর্য্য ঐ জীর্ণ দুয়ারে,
নিষ্কাম কর্ম্ম হিন্দুকুটীরে,
দেবতার পূজা ষোড়শোপচারে
আজো রহে সচেতন।

"হিন্দু সমাজ গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
অহিন্দু আচারে রয়েছে ভরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া,
ধর্ম্ম কঠিন ডোরে।

"ভুলেছে ভারত তোমার মহিমা,
তোমার বিমল অমল গরিমা,
তুমি ভারতের অপূর্ব্ব প্রতিমা,
তাই আজ অনাদরে!

"শুষ্ক মুখ চেয়ে জগত বাঁচিয়া,
অনিত্যের নিত্য ছায়াটী আঁকিয়া,
ভারত গরিমা রেখেছে ভাতিয়া
নিঃস্ব মলিন ঘরে।

তুমি ভারতের অসাধ্য সাধনা,
তুমি বাঙ্গলার আরাধ্য প্রতিমা,
এ জাতি লভিবে নবীন বাসনা,
তোমারি পবিত্র বরে।

"হে ছিন্ন বসনে বিধবা রমণী,
ক্ষুণ্ণ আননে ব্যথিতা কামিনী,
শূন্যশয়নে চির-বিরহিণী,
তুমি ত জগতময়!
"বোল না, বোল না নিবদয ভাষা,
বোল না নিভেছে জীবনের আশা,
আজিকে তুমি যে বিশ্ব-ভরসা,
তোমাতে ভারত রয়।

"হিন্দু-বিবাহ বিশ্বে অতুলন,
এ নহে নশ্বর শরীর-মিলন,
জীবনে মরণে অভিন্ন বন্ধন,
ধর্ম্ম, অর্থ, প্রেম, মুক্তি
"কে কোথা করেছে নিখিল ভুবনে
স্বার্থ-জলাঞ্জলি পতির কারণে?
ছুটী প্রাণ বাঁধা অটুট বাঁধনে,
পতিকূলে-ধ্রুব জ্যোতিঃ!*

* ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভুযাসাম। ধ্রুবনক্ষত্র দেখাইযা বিবাহ সময়ে কন্যা বলে পতিকূলে ধ্রুবনক্ষত্র মত অচলা হইব।

"এত নহে, দেবি, অলীক স্বপন
এ নহে কাহিনী, ভ্রান্তবচন,
তুমি জীবনের অনন্ত-জীবন,
অভ্রান্ত অনন্ত পথে"।
সভয়ে সহসা দেখিনু চাহিয়া
সেই রুদ্রমূর্ত্তি গিয়াছে মিশিয়া,
প্রকৃতি প্রশান্ত, উঠিছে হাসিয়া
স্নিগ্ধ শশীর জ্যোতিতে !

সেই আঁখি।

সংসারের সুখ আশা দুরাশায় ডুবিল !
জীবনের যত সাধ জীবনেই রহিল !
আমার সে সুখ-সাধ,
জন্মশোধ অবসাদ,
সুধাংশুর অংশু যেন সুধাহীন হইল !
আমি যে জগতে একা !
আর কি দিবে না দেখা ?
এত হাসি রূপরাশি জন্মশোধ ঘুচিল ?
সংসারের সুখ-আশা আঁখি-জলে ভরিল।

কত দিন আন্‌মনে,
নীরস মলিন প্রাণে
এসেছি তটিনী-তটে,—কই-কোথা মিলিল ?
অভাগার যত আশা,
স্নেহ-সুখ-ভালবাসা,
দুরাকাঙ্ক্ষা-সাগরের দুরাশায় ডুবিল ;
আমার সে সুখ-আশা আঁখি-জলে ভরিল।

রবির লোহিত ছটা,
আকাশে কিরণ ঘটা,
সকলিই রসহীন শূন্যময় হইল,
নিশীথে শশাঙ্ক-খেলা,
গগনে তারকা-মালা,
নিত্যকরে নবখেলা—নিরানন্দে ডুবিল ;
সংসারের সুখ-আশা আঁখি-জলে ভরিল।

মনে মোর হয় হেন
সে দিনের কথা যেন—
স্বপনের মত হায়! ছায়া সম হইল,
কত বর্ষ গেছে চলে,
কত দূরে গেছে ফেলে,
জীবনের যত খেলা তা'রি সাথে ফুরা'ল ;
সংসারের সুখ-আশা আঁখি জলে ভরিল।

এই ছোট ভাঙা ঘাটে,
এই সেই নদী-তটে,
আসিত সাঁজের বেলা—কোথা আজ রহিল ?
আজি শূন্য ওই ঘর,
প্রাণহীন নিরন্তর,
কাননের ফুল যেন কাননেতে ঝরিল ;
জীবনের যত আশা তা'রি সাথে ফুরাল !

বসন্তে মালতী বেলা,
গন্ধরাজে ঘাট আলা,
চকিত নয়নে সে কত কথা ক'য়েছিল ;
পথেতে যাইতে চলে
ফিরিয়া মাধবী-তলে
আঁখি দুটী ভালবাসি সরমে বলেছিল ;
তার আসা আশা নাই দুরাশায় ডুবিল !

সে হাসিটী-সুধাময়,
সে চাহনি প্রেম-ময়,
হায়, সে যে কোথা গেল কিছুই ত জানিনা !
কত দিন তার পরে
গিয়াছে চলিয়া দূরে,
ফিরে যে দেখিব তা'রে কভু মনে ছিল না ;
আবার জ্বলিল কেন হৃদয়ে সে বাসনা ?

যত ব্যথা ছিল প্রাণে,
চাহিলে তাহার পানে
ভুলিতাম সর্ব্ব জ্বালা কেন যে তা'জানি না !
সেই প্রেমময়ী আজ
ধরেছে কঠিন সাজ,
জ্বালাইছে দাবানল কেন যে তা বুঝি না !
আবার জ্বলিল কেন হৃদয়ে সে বাসনা ?—

বরষ গিয়াছে চলে,
তাহারে গেছিনু ভুলে
এখনো মূরতি তা'র ভাল মনে হয় না,—
পঙ্কিল সলিলে যেন
সুধাময়ী শশী-সম,
এই দেখা দি'য়ে হায়, এই দেখা দেয় না!
আবার জ্বলিল কেন হৃদয়ে সে বাসনা?—

পূর্ণিমার এই দিনে
ভাঙ্গা ঘাটে এইখানে—
দেখেছিনু আমি তারে কেন যে তা' জানিনা,
হায়, সেই দিন ধরি',
মন-প্রাণ গেছে চুরি,
আবার ফিরা'য়ে পা'ব সেও আশা ছিল না?
কেন পুনঃ দেখা দিল করিয়া সে ছলনা?

সে যে গেছে চলে দূরে,
আমি কেন তা'র তরে
নিশীথে শশীর সনে ভাসি আঁখি জলে রে?
কত দূরে কোন্ ছলে
ভুলিয়া গিয়াছে চলে—
এ জীবনে তা'র দেখা স্বপ্ন-সম হ'ল রে!
কেন শুধু কাঁদাইতে আবার আসিলি রে?—

নিশীথে ছিলাম শুয়ে
স্বপনে দেখিনু চেয়ে—
যেন সেই প্রেমময়ী হৃদয়েতে আসিল !
বসন্ত-সুবাস ল'য়ে
সমীরণ যায় বয়ে
আধ-ফোটা ফুল-গুলি ঢলি' ঢলি' পড়িল ;
দেখা দিয়ে কেন পুনঃ আঁধারেতে লুকা'ল ?—

অতি দূরে কোন্ দেশে
দেখেছিনু স্বপ্নাবেশে,
বিষাদের পূর্ণ ছায়া বয়ানেতে আছিল !
চৌদিকে ফুটন্ত ফুল,
গুঞ্জরে ভ্রমরা-কুল,
বাসন্তী-বাসরে তা'র আঁখি-তারা ডুবিল,—
অভাগার যত আশা আঁখি-জলে ভরিল।

চাহিয়া তাহার পানে
রহিলাম শূন্য প্রাণে,—
"আসি—আসি—প্রাণময়" বলিয়া সে উঠিল,
মৃত্যুর করাল ছায়া
দেখিনু ভরিল কায়া,
ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটি ফুল-মাঝে ঝরিল !
অভাগার যত আশা তা'রি সাথে ফুরা'ল।

ব্যর্থ জীবন।

আমি কি গো শুধু লৌহ-নিগড়ে
রুদ্ধ রহিব আঁধারে ?
আমি কি গো শুধু দুরাশা-পবনে
ডুবিব সিন্ধু-মাঝারে ?
কাননের ফুল ফুটিয়া কাননে
হবে লুণ্ঠিত ভূমে,
সমীরণ তা'র সৌরভ দূরে
ল'বে কুণ্ঠিত প্রাণে।

কোথা হ'তে এসে, কোথা যাব চলে,
দেখিবে না কেহ চক্ষে ;
আঁধারে জনমি আঁধারের ফুল
ঝরিবে আঁধার-বক্ষে।
রত্নাকর মাঝে কত রত্ন রাজে
সুপ্ত অকূল-পাথারে !
কে তাহা গণিছে, কে তাহা দেখিছে ?—
লুপ্ত নিবিড় আঁধারে।

এ জগৎ কি গো শুধু ছায়াময়
অনন্ত আকাশে ঘেরা ?
জীবন শুধু কি মরীচিকা-খেলা, —
অকূল গরলে ভরা ?

যদি পথ ভুলে কেহ আসে হেথা
মলিন পুণ্য কাননে,
দেখে যা'বে মোর ভাঙা হৃদি-টুকু
ব্যস্ত সমাধি-শয়নে।
বিমল দীপ্তি, নির্ম্মল জ্যোতিঃ
অঙ্কিত হেরি অম্বরে,
আমি কি গো শুধু বিশ্ব-মাঝারে
শঙ্কিত র'ব আঁধারে ?

চতুৰ্দ্দশী।

সাধিষ্ঠান কৃষ্ণবর্ণ ঘন অন্ধকার,—
নাহি শব্দ, সব স্তব্ধ, বিশ্ব একাকার।
কোন্ মহামন্ত্র-বলে স্থাবর-জঙ্গম
বদ্ধ রয় সম-সূত্রে—পাষাণ-নির্ম্মম ?
মোহিনী-মাধুরী-মাখা গীতি সমন্বয়,
স্নেহময়ী প্রকৃতির নাহি পরিচয় !—
স্পন্দহীন তরুরাজি অন্ধনিশি বুকে,
ঢলিয়া পড়েছে আজি তন্দ্রামগ্ন চোখে ;
দীপ্ত নহে সূর্য্য এবে, লুপ্ত চন্দ্র-তারা,
পঞ্চভূতে দ্বন্দ্ব নাহি, সুপ্ত বসুন্ধরা।
ডুবে গেছে জন-স্রোত, নিভে গেছে সব,
ব্যাপিয়াছে মহাশূন্য, সমাধি নীরব।
এ সময়ে সমীরণ বলে যায় শুনি
'আছি' 'আছি'—ওঁ,—ওঁ—সেই স্ফুটধ্বনি।

মিলন।

অকূল সাগর-পারে বসিয়া একা,
দেখিতেছি মসীছায়া দূরেতে আঁকা ;
উর্ম্মীকূল সচঞ্চল,
ভয়ঙ্কর কোলাহল,
সীমাহীন কাল জল
মেঘেতে ঢাকা,
অকূল সাগর-পারে আমি যে একা !

দিনমণি অস্তমিত সাগর-জলে,
রাঙা রাঙা ঢেউ আর ভাঙেনা কূলে ;
উপরে গরজে ঘন,
ভীম নাদে প্রভঞ্জন
করিতেছে আস্ফালন
বারিধি-জলে,
চিত্তহারা আত্মহারা বসিয়া কূলে।

আসিছে প্রলয় রাত্রি—কি আছে শেষে ?
দেখিতেছি অন্ধকার জীবনে মিশে !
উত্তাল তরঙ্গ দূরে
ফেন-লেখা চারি ধারে,
সৌদামিনী নৃত্য করে
দূর আকাশে,
আসিছে আঁধার রাতি কি করি বসে ?

"ওগো, তুমি তরী ল'য়ে কে আস হেথা ?
কোন্ দেশে যা'বে তুমি, কহ গো কথা ?
আমিও তোমার সাথে
যা'ব ওই দূর পথে,
কি করিব শূন্য চিতে
বসিয়া হেথা ?
এস এস বিদেশিনি ! দিও না ব্যথা।

"কোন্ দিন দেখেছিনু হয় যে মনে !
দেখেছিনু হাসি ওই নত আননে !
কোথা যাও ? দেখ চেয়ে,—
গিয়াছে গগন ছেয়ে,
সবেগে তুফান বহে,
এস এখানে ;
সুহাসিনি, তব কিছু পড়ে না মনে ?

"সে দিনের কথা তুমি গেলে কি ভুলে ?
তাই বুঝি তরী বেয়ে যাও গো চলে ?
চাহিয়া আমার পানে,—
সহসা শঙ্কিত মনে !—
সরমে শিহরি প্রাণে
কেন গো এলে ?
সে দিনের কথা তুমি গেলে কি ভুলে ?"

"এস চির-বাঞ্ছিত ! হেথা যে বসে !
তোমা তরে মরি ঘুরে দেশ বিদেশে !
কতদিন ক্ষুণ্ণমনে,
বিষাদে ব্যথিত প্রাণে,
ঘুরিয়াছি আন্‌মনে
তোমারি আশে ;
এস ভুজ-বন্ধনে মিলন-পাশে।

"নহে বিদেশিনী আমি দেখ গো চেয়ে,
সহিয়াছি কত জ্বালা তোমা' লাগিয়ে ;
ল'য়ে এই ভাঙ্গা তরী
ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরি,
পূর্ণ কর শূন্য পুরী
প্রেম ঢালিয়ে,
নহে বিদেশিনী নাথ, দেখ গো চেয়ে !"

অশ্রান্ত শ্রাবণ-ঝারা ভূতলে ঝরে,
অবসন্ন ম্রিয়মান সাগর-পারে ;
হেরি সব শ্রান্ত চিতে
শূন্যময় আচম্বিতে,
পড়িনু জলধি-তটে —
বালু-উপরে,
অশ্রান্ত শ্রাবণ-ঝারা ভূতলে ঝরে।

কি-যে হ'ল কিছু-কই পড়ে না মনে !
চেতনা পাইনু পুনঃ রবি কিরণে ;
দেখিলাম স্নেহ-ভরে
রাখিয়াছে মহাদরে,
সুন্দরী কমল-করে
ভুজ-বন্ধনে,
কি-যে হ'ল কিছু-কই পড়ে না মনে।

সেই দিন নব-বর্ষ মম জীবনে,
সেই দিন সঞ্জীবিত প্রেম-কিরণে।
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে —
তরী যায় সিন্ধু বেয়ে,
ঢেউ গুলি নিরূপায়ে
ফিরে সঘনে,
সেই দিন নব-বর্ষ মম জীবনে।

"বিদেশিনী নহ যদি কোথায় ছিলে ?
কেমনে তরীতে তুমি নিলে গো তুলে ?
এত পণ্য কা'র তরে ?
ল'য়ে যাও কত দূরে ?
শুধাই কহ গো ফিরে
নয়ন তুলে,
বিদেশিনী-বেশে তুমি কোথায় ছিলে ?"

প্রফুল্ল কমল মুখে হাসি হাসিয়ে
কহিল—"তোমারি নাথ, দেখনা চেয়ে,—
এই দেখ প্রেম-আশা,
শান্তি, সুখ, ভালবাসা,
আনিয়াছি স্নেহ-তৃষা
তরণী-ছেয়ে,
দাসী আমি তব, দেব, বাঁধা ঐ পায়ে।"

বিস্ময়ে দেখিনু তবে তাহারি পানে,
পূর্ব্ব-জন্ম প্রেমছবি আঁকা বয়ানে,—
যেন শ্বেত শতদল,
প্রাতে করে ঢলঢল,
সরসী সমল জল-
অবগাহনে ;
তরী বেয়ে চলিলাম কোথা কে জানে !!—

শক্তি-পূজা।

আবার এসেছ চিরানন্দময়ি !
শরত-আগমে নিরানন্দ ঘরে,
তাই আজ প্রেম-উৎসব-গান
মুখরিয়া উঠে এত দিন পরে,
পাষাণ-আলয়ে ওই আসিছে পাষাণী,
তাই প্রবাহিত বঙ্গে স্বর্গ-মন্দাকিনী।

'এস এস' বলি' মধুর সঙ্গীতে
বিপিনে বিহঙ্গ অধীর ডাকিয়া,
মর্ম্মর রবে আগমনী-গীতি
বন-বীথি মাঝে উঠিছে ধ্বনিয়া,
বর্ষশেষে বিশ্ব-প্রাণ তুলিছে রাগিনী,—
এস দেবি !—মহাশক্তি দুর্গতি-নাশিনী।

মেঘ-মুক্ত শশী হাসিছে আকাশে,
অনিল বহিছে সুরভি মাখিয়া,
সজল তটিনী অমল পরাণে
ধায় পারাবারে হরষে নাচিয়া,

তব প্রতীক্ষণ করি', বিশ্ব-প্রাণীগণ,
ডাকে এস কোথা গো মা জগত-জীবন !

বরষা-পীড়নে শিথিল বসনে,
বিবশা প্রকৃতি ছিল শূন্য প্রাণে,
আঁধারের আলো, নিরাশার জ্যোতিঃ
হ'য়েছে প্রভাত ভারত-গগনে ;
নবযুগে প্রবাহিত নব-তরঙ্গিনী,
এস শক্তি আদ্যামূর্ত্তি, দনুজ-দলনী।

শিব-শক্তি সাথে এসেছে ফিরিয়া,—
কমল-আবাসে কমল-বাসিনী,
মহাসিদ্ধি-দাতা, চির-শৌর্য্যধর,
মোহ-বিনাশিনী-বিদ্যাদায়িনী,
শক্তি-পুঞ্জ সাথে এস, শক্তি-প্রসবিনি,
মৃত্যুঞ্জয়-বাঞ্ছিত জগত-জননী !

তোমার শকতি বিশ্বচরাচরে
বিকাশে নিয়ত অসীম প্রবাহে,
অনু-পরমানু-রহস্য-মিলনে
অনাদি অনন্ত মহাশক্তি বহে,
বচন-অতীত সেই জ্যোতিঃ হিরণ্ময়—
এক বহু সম্মিলিত, বহু এক-ময়।

আজি মা, জননি! বড় শুভদিন,
আপনি এসেছ পাষাণ বঙ্গে,
ফুটিছে আনন্দ জীব-বৃন্দ-প্রাণে—
মধুর নিক্কনে, বিপুল রঙ্গে;
এস মা গো চিন্ময়ি, হৃদয়ে হৃদয়ে,
তোমা'-তরে সিংহাসন চির-শূন্য রহে।

নিরয় দুর্গতি যাও দেখে, সতি!
বাঙ্গালা অধীর পাবক-শিখায়,
তোমার প্রতিমা, তোমার মহিমা,
হায়! মা অকালে নির্ব্বাণ-প্রায়,
শ্মশানের ভস্ম-মাঝে, বিশ্ব-বিমোহিনি,
দাও বল, দাও শক্তি—মৃত সঞ্জীবনী

রাবণের চিতা চির-প্রজ্জ্বলিতা
র'য়েছে ভরিয়া ভারত-গগনে,
মায়ার ছলনা জীবনে মরণে
শত-ফণা ধরি' সহস্র গর্জ্জনে
ব্যাপিয়া রেখেছে হায়! বিষম দাহনে;
দাও বল, দাও শক্তি—ও পদ অর্পণে।

ঐ মূর্ত্তি-ধ্যানে রাঘব দুর্গমে,
অকূলে পড়িয়া ডাকিল তোমারে

রিপু-বিনাশিতে, সাগরের কূলে
পূজিল যতনে মানস-মন্দিরে,
অসাধ্য জগতে কিছু র'বে নাক আর,
এস মাগো মহাশক্তি, ভারতে আবার।

পাণ্ডব-সমরে মহাধর্ম্মধারী-
পার্থ ম্রিয়মান রথের উপরে,
জনার্দ্দন-বাণী করিয়া স্মরণ,
করিল সাধনা সেদিনে তোমারে,
কুরুক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত অনল শিখায়,
দেখা দিলা মহাশক্তি বিদ্যুত-প্রভায়।

ডাক একবার আজি এ দুর্দ্দিনে
জীবনে মরণে সবে এক প্রাণে,—
নূতন জীবন আসিবে ফিরিয়া,
ভাতিবে নূতন অর্ক গগনে ;
মৃণ্ময়ী-রূপ ত্যজি' কত দিনে আর
চিণ্ময়ী-রূপে দেখা দিবে, মা আমার ?

ভারতের আজ শুভ-মহাষ্টমী !
সিক্ত রক্ত জবা লইয়া সকলে,
মান, অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন,
চল সবে পূজি নয়ন-সলিলে,

ডাকিলে জননী বলে—যা'বে কোথা আর ?
রোমাঞ্চ উঠিবে পুনঃ জগতে আবার।

নিত্য-নিরঞ্জন-চিন্ময়-জ্যোতিঃ,—
ঘন ঘন-কম্পনে আগ্নেয় ভাতি,
চিদানন্দরূপিনী, বহুবলধারিণী,
চিত্ত-সুনির্ম্মল-গরিয়সী-দ্যুতি,
ত্রিদিব-বাসব সর্ব্ব দানব নাশিনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে মহাকাল-রূপিনী।

ভৈরবী, ভবানী, দৈত-বিনাশিনী,
রুদ্রানী, দশপ্রহরণধারিণী,
চণ্ড-বিঘাতিনী, মুণ্ড-নিপাতিনী,
মস্তক-মালিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
জয় দেবি, মহাশক্তি, জয় জ্যোতির্ম্ময়ি,
দুরাচার বিনাশিনী ভারতে, চিণ্ময়ি !

শূন্য ঘর।

আজি বহুবর্ষ পরে নব হর্ষ ল'য়ে
এসেছি জুড়া'তে প্রাণ,
শুধু আনিয়াছি মম প্রীতি-অর্ঘ্যভার
করিতে কাহারে দান?
মম চির সুখে-ভরা পাষাণেতে ঘেরা
ঘর-খানি পড়ে ওই
হায় সকলি নীরব অতুল গৌরব,—
আমি আজ কারো নই?
আমি ভ্রমিয়াছি গিরি, কান্তার, বন,
কত শত মরুভূমি,
শুধু জেগেছিল মনে শয়নে-স্বপনে
এই ছোট ঘর-খানি।
এই ঊষার আলোতে গাঁথিতে গাঁথিতে
মালাটী ঝরিত ভূমে,
মম নিরাশা-কামনা দুরাশা-পাথারে
কাঁদিত বিবশা মনে।
ওই স্নিগ্ধ-যামিনী আমারে ছলিয়া
দিয়া গেছে ক্ষত ব্যথা,

এই অরুণের-সাথে প্রভাত-সমীর
কহিত করুণ কথা!
মম সেই ঘর-খানি র'য়েছে পড়িয়া
সেই সুখে-দুখে-মাখা,
ওগো চির-পরিচিত সেই-সব আজ
অচেনা আঁধারে ঢাকা।

এযে নীরবতা-ভরা অন্ধকার কারা
আমার ভবন-খানি,
আজি গভীরা রজনী রেখেছে ব্যাপিয়া
জাগে না কোমল ধ্বনি।
আমি কি আসি' দেখিনু কি কহিব তা'য়,
—তরুহীন মরু প্রায়
শুধু অশরীরি বাণী ছলিছে আমায়
বলে হেথা আয় আয়।

আমি সভয়ে সহসা দেখিনু চাহিয়া
সব সুখ অবসান,
সেই মাধবী-লতিকা পড়ে আছে শুধু
হতাদরে ম্রিয়মান।
আজো সেই পাখীগুলি প্রভাতের শেষে
তুলে মৃদু কল-তান,
তারা দিবসের শেষে উদাস-অলসে
আকাশেতে করে গান।

ওই আমার পালঙ্ক র'য়েছে পড়িয়া
যা'ছিল সকলি আছে,
ওগো কেবা যেন নাই! মোর কিছু নাই!
খেলা-ঘর ভেঙে গেছে।

আজি 'সাজান বাগান গিয়াছে শুকা'য়ে'
ফুটে না কুসুম-কলি,
আর আসে না ভ্রমর আকুল পরাণে
গিয়াছে সকলি ভুলি'।

মোর যত ভালবাসা অতৃপ্ত পিয়াসা,
দুরাশায় গেছে মিশে,
আজি জীবন-পাত্র তীব্র গরলে
উঠিল ভরিয়া শেষে।

মম ক্ষণিক দীপিকা আঁখির পলকে
আঁধারে নিভিয়া গেছে;
হায়! অদৃষ্টের স্রোত এই ছিল শেষে!
দেখি আরো কত আছে?

মম বিফল ভবন, বিফল জীবন,
অখিল ভুবন আজি!
দেখি কত দিনে নাথ! তোমার মুরতী
উঠিবে হৃদয়ে রাজি'?

যদি, দুঃখ দিয়ে নাথ! সুখ পেয়ে থাক
নিশিদিন দিও প্রাণে,

হেথা সবি দেখা-দেখি শুধু মিছে ফাঁকি
কিছু নাই জাগরণে।
আজি আঁধার আকাশে পরাণ-আবেশে
হৃদয়-তরাসে চাই,
আমি অন্তরে কেন সান্ত্বনা তরে
তোমারে ভুলিয়া যাই?
বিভু! অন্ধকার কভু চিরতরে নয়
আলোকে জনম যা'র,
কেন হাসে নাকি উষা অমানিশা শেষে
বিকশি' কনক-ধার?



আশা-মরীচিকা।

যখনি তোমার কাছে যাই আমি ছুটে,
ওগো কুহকিনি!
কেন ফুল্লমনে তুমি দলিছ আমার
শুষ্ক হৃদি-খানি?
তোমা ভালবাসি বলে
এত জ্বালা প্রাণে দিলে
দহিয়া এমনি!
যেও তবে অন্তরালে দিও না বেদনা
দিবস-যামিনী।

আমি আপনার প্রাণে মরিব পুড়িয়া
চাহিও না ফিরে,
রহিব পড়িয়া হেথা ব্যথিত পরাণে
মোর ভাঙ্গা ঘরে;
কেন আশা দি'য়ে প্রাণে
প্রাণ ল'য়ে অন্য মনে
চলে গেলে দূরে?
যে আলেয়া জ্বলে প্রাণে, হইবে নির্ব্বাণ
কত কাল পরে?

কতবার আমি তব মোহের ছলনে
চাহিয়াছি ভুলে!
কত শত আশা আমি বেঁধেছিনু বুকে
তোরে পা'ব বলে,
সে যে শুধুই ছলনা!
কত পেয়েছি বেদনা
হায়, পথ ভুলে!
একা থাকি সেও ভাল দিও নাক দেখা,
যেও অন্তরালে।

দাবদগ্ধ হৃদি-খানি ল'য়ে আমি হেথা
পেতেছি আসন,
বসন-ভূষণ মম জীবন-যৌবন
দি'ছি বিসর্জ্জন।
তোমারে ভুলিতে আজ
ধরেছি নূতন সাজ;
কেন অনুক্ষণ
তোমার ছলনা-রাশি অসীম দাহনে
ব্যাপিছে জীবন?

যত আশা প্রাণে ছিল ভাঙিয়াছ সব,
ওগো মায়াবিনি!
কেন হেনেছিলে শর মন্ত্রপূত করি'—
চিত্ত-বিমোহিনী?

ওই তীক্ষ্ণ শরজালে
পড়িলাম ভূমিতলে
হায়, নিষাদিনি!
বিষাদে নিশার শেষে জাগিলাম শুনি'
প্রভাতী রাগিনী।

কি আর রেখেছ বাকি! করেছ ভিখারী
ঘুরি দিবারাতি,
ছিল যাহা গে'ছে চলে, ভাঙ্গিও না আর
দাও অব্যাহতি;
কি ল'য়ে জীবন ধরি,
কেমনে নিবারি বারি?
মন্দভাগ্য অতি;
জীবন-সাগরে আর ঢেল না গরল
করি গো মিনতি।

ছিন্ন ভিন্ন করি' পাখা দিয়া'ছ ফেলিয়া
এ অজানা দেশে!
দেখিও পাথেয় শেষে যায় নাক খসে
কঠিন পরশে;
আজ বীণা ল'য়ে করে,
বেঁধেছি পঞ্চম স্বরে
অন্ধকারে বসে,

গাহিতে আমার গান চির-দুখে ভরা,
রজনীর শেষে।

তুমি ছাড়া কেহ কি গো আসিবে না হেথা—
আমার আবাসে ?
ছিন্ন তন্ত্রী বীণা ল'য়ে সারাদিনমান
রহিব কি বসে ?
—আমার ব্যথার ব্যথি,
আয় রে চাতক পাখী,
হৃদয়ের পাশে,
স্ফটিক নির্ম্মল মম নয়ন-সলিল
ল'য়ে যা' আকাশে।

সেথা হ'তে সাথী মোর দিবসের শেষে
সুমধুর স্বরে,
বলিও "ফটিক.জল" আনিয়াছি আজি
জগত-দোয়ারে ;
উথলি' উঠিবে সিন্ধু,
আমার রজত ইন্দু
অমল অম্বরে,
টুটিবে ছলনা তবে ফুটিবে কুসুম
হৃদি-সরোবরে।

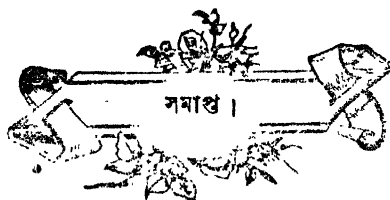
ছুটি।

আমি - এসেছিনু একা, যেতে হবে একা,
চির-সাথী কেহ হ'বে না!
ওই—কে যেন আমায় ডাকে আয় আয়,—
কোথা যাব ওগো বল না?
রবি অস্ত গেলে উঠেছিনু ফুটে—
সন্ধ্যা তারা মত গগনের পটে,
ওগো,—না হাসিতে শশী পড়িলাম খসি',
কে বুঝিবে মম যাতনা!
মম—মিটিল না সাধ, কে সাধিল বাদ?
কই-কিছু বলা হ'ল না।
হেথা বসে আছি সারাদিন একা
কইত' কাহারো নাহি পাই দেখা!
হায়—কোথা গেল তারা? সাথী ছিল যা'রা
আর কেন দেখা দেয় না?
বুঝি—এসেছিনু একা যেতে হ'বে একা,
চির-সাথী কেহ হ'বে না!

আমি—-যাহার চরণ করিয়া শরণ
চলিয়াছি দূর প্রান্তরে,
আজি—যাহার করুণা হৃদয়ে ধরিয়া
বাঁধিয়াছি বল অন্তরে ;
অন্তর হ'তে সান্ত্বনা দিতে
মধুর মিলন প্রেম-সঙ্কেতে
মম—ভুলাতে যন্ত্রণা, ঘুচা'তে বেদনা,
ডাকিছে ওই যে আমারে !
বুঝি !—আর থাকা মম হ'ল না হ'ল না
ফিরে যেতে হ'বে প্রান্তরে।
যাদের ভুলিয়া ছিলাম প্রবাসে,
চলে গেছে তারা কোন্ দূর দেশে,
হেথা—শুধু আমি বসে চাহি যা'র আশে,
কই দেখা তা'রা দেয় না,
আমি— এসেছিনু একা, যেতে হ'বে একা
চির-সাথী কেহ হ'বে না।

ওগো,—আমার খেলনা রহিল পড়িয়া
দেখিও তোমরা দেখিও,
আমি—দুখ-সুখ ল'য়ে চলিলাম দূরে
ফিরিয়া তোমরা চাহিও ;
চলিলাম আজি বাজিছে ঘণ্টা,
ভেঙ্গেছে স্বপ্ন, ফুরা'ল পন্থা,

আর—মৃণাল-বাঁধনে—মিছে কেন ধরে
রাখিতে চাহিছ আমারে,
ওই—বাজিছে বাঁশরী, আসে বিভাবরী,
ফিরে যেতে হ'বে প্রান্তরে।
যদি কেহ ভুলে আস এ বিজনে,
যদি মোরে চাহ করুণা নয়নে,
তবে—দিও এ তৃষিতে, দুখ সমাধিতে—
শান্তি-সুধার-কণা,
আমি—এসেছিনু একা, চলিলাম একা,
চির-সাথী কেহ হ'ল না।



ভারত-ভিক্ষা।

শ্রীফণীন্দ্র মোহন ঘোষ প্রণীত।

হিন্দু-মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়-ধনভাণ্ডারে বিক্রয়
লভ্যাংশ অর্পিত হইবে।

মূল্য ৶০ তিন আনা মাত্র।

"ভারত-ভিক্ষা" সম্বন্ধে কতিপয় মতামত :—

Government House
The 16th January 1912.

DEAR SIR,

Before the departure of His Imperial Majesty the King Emperor, I was commanded to thank you for the book which you were good enough to send for His Imperial Majesty's acceptance.

Yours faithfully
Sd. K. B. Cott.
For Private Secretory to His Imperial Majesty.

Government House.
Calcutta.
17th January 1912.

SIR,

I am directed to acknowledge the receipt of a copy of your book "Bharat Bhiksha" which you have been so good as to send for His Excellency the Viceroy with your letter of the 1st Instant.

Yours faithfully
Sd. K. B. Cott.
Assistant Private Secretory to the Viceroy.

Belvedere,
Calcutta.
The 6th January 1912.

DEAR SIR,

I have to acknowledge with thanks the receipt of your letter of 1st Inst. together with a copy of poem "Bharat Bhiksha" sent therewith.

Yours faithfully
Sd. K. C. B. Williams. Capt.
Private Secretory to His Honour, the Lieutenant Governor of Bengal.

Writer's Buildings,
Calcutta.
The 6th January 1912.

DEAr SIR,

I am directed by Commissioner to acknowledge with thanks the receipt of a copy of your book styled "Bharat Bhiksha."

Yours truly
S. K. Raha.
Personal Assistant to Commissioner of Excise and Salt, Bengal.

My Dear Phanindra Babu.

I have received with the greatest pleasure your book "ভারত-ভিক্ষা" for which please accept my best thanks.

I hope and trust that your book may bring gladness in many hearts.

Calcutta,
11-1-12.

Yours Sincerely
S. K. Raha.

মহাত্মা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার "বেঙ্গলী" কাগজে লিখিয়াছেন :—

We have received a copy of this booklet written by Babu Phanindra Mohan Ghose and published

by Babu Gurudas Chatterjee of 201 Cornowallis street on the occasion of the Coronation of Their Imperial Majesties. We have no hesitation in recommending the book to the public and feel confident that they will appreciate it. The get up of the book is excellent and will make a suitable prize book in the schools. The price is 3 Annas only and the sale-proceeds will go to the Hindu and Moslem University Funds.

The Bengalee.
4th January 1912.

বরেণ্য শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয় তাঁহার বিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকায়" বলেন,—

The young poet is not wholly unknown to us, his poems having before this, been published in first class monthlies and drawn praise from those who can speak on the subject with authority. There are genuine touches of poetry in every line. The description of ancient India, her past glory and achievements show that the poet is a historian who has not sacrificed truth to the flight of imagination. We congratule the author on the success of his first attempt at composition of a sustained piece of poetry on such a happy occasion. The sale proceeds are, we are told* to be devoted to the cause of the proposed Hindu University Fund, etc. The price is Annas three only.

Amrita Bazar Patrika.
1st January, 1912.

বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী বলেন,—

এই পুস্তিকা বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্রাট-দম্পতীর দীর্ঘজীবন কামনায় নানা প্রকার সদুদ্দেশ্যে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ব্যয়িত হইবে। পুস্তিকাখানি সুন্দর আইভরি ফিনিশ্ কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। ইহার মূল্য যখন রচয়িতা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন তখন ৵০ আনা অপেক্ষা অধিক মূল্য হওয়া উচিত ছিল। কবিতাগুলি ভারত-সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর উপলক্ষে লিখিত এবং অতি মনোরম হইয়াছে। লেখক একজন ভাবুক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা কয়েক ছত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইত্যাদি। ২৬শে পৌষ ১৩১৮ সাল।

মেদিনীপুর হিতৈষী বলেন--

মহামান্য ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভিষেক-উৎসব উপলক্ষে লিখিত। গ্রন্থকার শ্রীফণীন্দ্রমোহন ঘোষ। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৵০। ভাব, ভক্তি ও উচ্ছ্বাস যথেষ্ট। রচনা মধুর, প্রাঞ্জল ও রুচিকর। লেখক নবীন। উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানি পাঠে তিন আনা বৃথায় যাইবে না। আমরা ইহা পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি। ইত্যাদি— ১৬ই পৌষ, ১৩১৮ সাল।

THE INDIAN EMPIRE বলেন—

This is a poem in pamphlet form composed in Bengali on the occasion of the Rayal Visit. The author writes in the preface that the sale proceeds will be devoted to charitable institutions; e.g. the Hindu and Mahomedan University Funds and the like. We have been further informed that this is the first attempt on the part of the author

who no doubt deserves encouragement. Some of the pieces show genuine poetical touches, and ability of the writer. 16th January 1912.

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

সবিনয় নিবেদন,

ভারত-সম্রাট. মহামতি পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেকোপলক্ষে অনেকগুলি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকখানি আমি দেখিয়াছি। ২।৩ খানি আমার নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেগুলি সমালোচনা করি নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, সেগুলি আমি পাঠ করিতে পারি নাই; যাহা পাঠ করিবার যোগ্য মনে হয় নাই, তাহার সমালোচনা কি করিব? ভক্তি অতি পবিত্র জিনিষ, ভক্তির উচ্ছ্বাস মানুষকে যেরূপ মুগ্ধ করিতে পারে, আর বুঝি কিছুতেই তেমন পারে না। কিন্তু ভক্তি যেখানে প্রলাপের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে ভক্তির অভিনয় বিরক্তিকর মনে হয়। সুখের বিষয় আপনার "ভারত-ভিক্ষায়" সেরূপ বিরক্তির কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। ইহা আপনার হৃদয়ের অকপট অনাবিল স্বতঃ নিঃসারিত উচ্ছ্বাস, তাই কবিতাগুলি এত মিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকের সর্ব্বস্থান নবীন কবির প্রতিভার জ্যোতিঃ তরঙ্গে উদ্ভাসিত। হেমবাবুর ভারত-ভিক্ষার পর এমন কোমল মধুর ও উজ্জ্বল ভাষায় এরূপ কবিতা লিখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অথচ "উৎসর্গে" আপনি কতই বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন! মনে হইল কবিতাগুলি নবীন বাবুর আদর্শে রচিত; কিন্তু কবিতার ভাবগুলি হেমচন্দ্রের যোগ্য। ... ভগবৎ সকাশে প্রার্থনা আপনার সাহিত্য সাধনা সফল হউক।

নদীয়া
১৩১৮

বিনয়াবনত
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কুষ্টীয়ার সুযোগ্য সব্‌ডিভিসনাল্ অফিসার্ শ্রীযুক্ত দাস্থরথী দত্ত, এম,এ মহোদয় লিখিয়াছেন—

I was delighted with your charming book. The grace and delicacy of touch which it exhibits appealed to me greatly. It is not wanting in fire, tuue and variety. The beauty of expression and the artitistic skill displayed in the book give indeed a good promise of a bright future.

Sd. Dashurathy Dutt
Kushtea.

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি, সি, এস্ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার্ মহোদয় বলেন,—

I have read your book with much pleasure. I wish you every success in your attempt as a literature.

Sd. S. K. Agasti
Collector of Balasore.
22-12-11.

Lhasa Villa,
Darjeeling.
17-11-12.

DEAR SIR,

I thank you deeply for the booklet—"Bharat Biksha", which you have so kindly sent me. I have

had a glance over it and feel justified in saying that it is a nice poem for the occasion. etc.

Yours truly

Sd. Sarat Chandra Das C. I. E

———

পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত উকিল ও কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন এম, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিয়াছেন—

*　*　*　*

পুস্তকখানি পড়িয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান ভাষার পরিবর্ত্তনের যুগে ফণীন্দ্র বাবু অতীতের ও বর্ত্তমানের সমন্বয় করিয়া যে স্বাধীনতার ও স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। 'ভারত-ভিক্ষা' আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও চিন্তা-লহরী গুলি এরূপ মধুর সূত্রে সন্নিবেশিত যে পাঠ শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

পুস্তকের ভাবগুলি কবিবর নবীন চন্দ্রের যোগ্য। প্রার্থনা করি নবীন কবির সাহিত্য সাধনা সফল হউক। ইতি—

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন,

চট্টগ্রাম।

———

ইহা ব্যতীত ইংরাজী Statesman, বাঙ্গলা "হিন্দুপত্রিকা"ও অপর অপর মাসিক পত্রিকার প্রশংসাবাণী বাহুল্য ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

———